



বান্ধের তুমতি

নাটক

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় ৮ই আষাঢ়, ১৩৫১ (বৃথবাড়া)

বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭টা ইং ২২শে জুন, ১৯৪৪

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সর্বজনপরিচিত গল্প হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্তৃক নাট্যকাারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা আট আনা

পুঙ্জনীয়

ডাঃ শ্রীযুক্ত অমৃতময় মল্লিক এম-বি

ও

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ গুপ্ত

অঁচরণে—

তোমরা দু'জন নাটুকে লোক। তাই
অপরাজেয় কথাশিল্পীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্লয়ের
নাট্যরূপ, আমি সন্মান্যে তোমাদের হাতে
ভুলে দিলাম। ইতি—

মেহমুদ্

দেবনারায়ণ

পরিচয়

—পুরুষ—

শ্রামলাল	...	গ্রাম্য জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী (মধ্যবিত্ত গৃহস্থ)
রামলাল	...	শ্রামলালের বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা
গোবিন্দ	...	শ্রামলালের পুত্র
ভোলা	...	ঐ ভৃত্য
ডাক্তার নীলমণি হালদার	...	গ্রাম্য ডাক্তার
বহুমোড়ল, ভুজোবাঙ্গী, ভজহরি, রাখহরি, হরিহর, কালু সাঁতরা, পরানের ছেলে, সুরল, বৈরাগী, অনৈক কৃষক ও গ্রামবাসীগণ ।		

—স্ত্রী—

নারায়ণী	...	...	শ্রামলালের স্ত্রী
দিগম্বরী	...	...	নারায়ণীর মাতা
সুরধূনী	...	...	ঐ ভরী
মেতাকালী	...	..	ঐ দাসী

ব্রাহ্মের জুযতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রাবণালের বাড়ী। দুই পাশে দুইখানি পাকা ইঁটের ঘর। ঘরের সামনে অশ্রু-বাহারী। বারানতের উপর খড়ের ছাউনী। দুইটা ঘরের দারখানে একশত উঠান। উঠানের এক পাশে তুলসীবৃক্ষ। ঘরের পিছনে ছোট বাগানের বেড়া দিয়া বাড়ীর সীমানা নির্দেশ করা আছে। বেড়ার পাশ দিয়া পল্লী-পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের অপর পারে বনাকীর্ণ পল্লী। তখন সবে-মাত্র ভোর হইয়াছে। পাখীর কলরবে পল্লী সুসজ্জিত। মেতা-খি উঠানে ছড়া-গোবর দিয়া গেল। পল্লী-পথ দিয়া জনৈক বৈরাগী একাত্তী-সজ্জিত গাছিয়া চলিয়া গেল।

বৈরাগীর গান

রাই আগ, রাই আগ, শুকসারী বলে।
কত দিবা বাত কাল নাগিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরণ কিরণ হেরি আশ কীপে ভরে।
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরণের ঢাক।
শুক বলে শুন সারী আনরা পত পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরমকর সাধী।
বিভাপতি কহে চাঁদ গেল নিম্ন ঠাই।
অরণ কিরণ হবে কিরে ঘরে বাই।

গীতীতে বৈরাগীর গান

ঘরের মধ্য হইতে রামলাল প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে অর্ধ সমাপ্ত একটা পাখীর খাঁচা। অপর হাতে কতকগুলি কাঠি, দড়ি, কঞ্চি ও দা। উঠানের এক পাশে হাতের জিনিষগুলি নামাইয়া ডাকিল—

রাম। গোবিন্দ—খাঁচা ধরবি আয়—

গোবিন্দ প্রবেশ করিয়া রামলালের নিকট উপবেশন করিল ও খাঁচা
বোণার সাহায্য করিতে লাগিল

ভোলা, ভোলা কোথায় গেলি রে ?

ভোলার প্রবেশ ও রামলালের নিকট উপবেশন

ভোলা। এ খাঁচার কি পুষ্বে দা-ঠাকুর ?

রাম। তার কি আর কিছু ঠিক আছে রে ? খাঁচাটা তৈরী করে রাখলাম। কাক চিল বাদে যা পাবো তাই ধরে পুষ্বে। পাখী-টাখী ও সব পুষতে আমার ভাল লাগে না, বুঝলি ভোলা ? শুধু এই গোবিন্দটার জন্তে। ক’দিন ধরে যা পেছনে লেগেছে, তাই এই খাঁচাটা তৈরী করে রাখলাম। (গোবিন্দের প্রতি) কি গোবিন্দ, কি পাখী পুষবি ?

গোবিন্দ। খুব বড় ! এত বড়।

হাতে দেখাইয়া পাখীর পরিমাপ করিতে প্রয়াস পাইল

রাম। অত বড় ! তবে তুই একটা শকুন পুষিবি।

গোবিন্দ। ধ্যেৎ ! শকুন বুঝি আবার পোষে ?

রাম। দেখছিস্ তো ভোলা, দেখছিস্ তো, গোবিন্দের কি রকম বুদ্ধি !
শকুন যে পুষতে নেই, তা ও জানে।

ভোলা। জানবে না দা-ঠাকুর ! জানবে না ? আপনাই তো ডাইগো—

রাম। বড় হলো, ওর ভারি বুদ্ধি হবে রে ভোলা—ভারি বুদ্ধি হবে।

গোবিন্দ। আচ্ছা কাকা ! এই খাঁচার মধ্যে আমাদের কাস্তিক-গণেশকে রাখা যায় না ?

রাম। দূর গাথা! জল থেকে তুলে খাঁচার রাখলে কার্তিক-গণেশ
'কখনও বাঁচে? মরে যাবে যে!'

ভোলা। ওঃ! সেদিন তোমার বড় পুকুরে দেখলাম, কার্তিক-গণেশ
তোমার কি ওসারই হয়েছে দা-ঠাকুর।

রাম। হবে না? ও দুটো মাছ খায় কত জানিস? তুই বললে বিশ্বাস
করবি না ভোলা—ঠিক এক কাঠা চালের মুড়ি ঐ দুটো মাছে খায়।

ভোলা। তা আর খাবে না দা-ঠাকুর। ঐ দুটো মাছের মুণ্ড দেখলি
ভয় নাগে। যেমন তোমার কার্তিক, তেমন তোমার গণেশ। এ
বলে আমার দেখ—ও বলে আমার দেখ।

রাম। তাই তো বোদি ঠাট্টা করে বলে, আমি ম'লে ঐ দুটো দ্বিরে
ব্রাহ্মণ ভোজন করাস্।

ভোলা। তা মাঠান্ যা বলেছেন। ঐ দুটো মাছ দিয়েই একটা বড় যজ্ঞ
করা যায়।

রাম। কি বলি? কি বলি? যজ্ঞ করা যায়।

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ দা-ঠাকুর। তোমার ঐ কার্তিক আর গণেশ
ঐ দুটো মাছ দিয়েই একটা বড় যজ্ঞ করা যায়।

রাম। (রাগিয়া) হুঁ, যজ্ঞ করা যায়। বড় লোভ হয়েছে না? যজ্ঞ
করবার যেন ওদের রোজ হুঁবেলা মুড়ি খাওয়াচ্ছি? আমাদের
ভোলানাথ কার্তিক-গণেশের মুড়ো খাবেন বলে? কেন্ বদি কোনদিন
তোর মুখে ওকথা শুনতে পাই তো দেখতে পাবি।

ভোলা। গড় করি দা-ঠাকুর, রাগ কর কেন? ও একটা কথার কথা
বলছিলাম।

রাম। হুঁ, কথার কথা? তাই বা বলবি কেন রে?

ভোলা এহানোভত

এই ভোলা? শোন শোন—

ভোলা। কি বলবা বল ?

রাম। তুই এখন মাঠে বাবি তো ?

ভোলা। হ্যাঁ দা-ঠাকুর।

রাম। দেখ্, আসবার সময় পশ্চিম পাড়ার বাগান থেকে দুটো পেয়ারা
আনিস্ তো ? বৌদি খাবে।

ভোলা। আনবো দা-ঠাকুর—

রাম। আচ্ছা বা, আর তাখ্ ও-বেলা একটু সকাল সকাল আসিস্।

ভোলা। আসব দা-ঠাকুর—

ভোলার প্রস্থান। অপর দিক দিয়া গ্রামালোর প্রবেশ

শ্রাম। ওসব কি আমার মাথা মুগু হচ্ছে ?

রাম। মাথা মুগু নয়—মাথা মুগু নয়। গোবিন্দর জন্তে একটা খাঁচা
তৈরী করছি।

শ্রাম। এঁ্যা! তারি কর্ণ করছো ? এদিকে যে বাড়ীতে একটা লোক
ক'দিন ধরে মরতে বসেছে—সে খেয়াল আছে কি ?

রাম। মরতে বসেছে কে ? তুমি ? কি হয়েছে তোমার ?

শ্রাম। আমি ম'লে গিল্বে কি ? চোখ নেই—দেখতে পাওনা ?

গ্রামালোর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই নারায়ণী ব্যাভার আসিয়া বসিরাছিলেন।

রামলাল তাহা লক্ষ্য করে নাই। সহসা নারায়ণীকে দেখিয়া—

রাম। ও, তাই বল ? (নারায়ণীর নিকট ছুটয়া গিয়া কপালে হাত
দিয়া অর দেখিল) উঃ, তাই তো ভয়ানক অর ! অরে একেবারে
গা পুড়ে যাচ্ছে যে ! চল বৌদি চল—ঘরে গিয়ে শোবে চল।

শ্রাম। থাক, ঢের হয়েছে। তুমি যা করছো তাই কর। আর যা
করলে পেট ভরবে তাই কর।

রাম। জা-রাগ করছো কেন ? কি করবো বল ?

শ্রাম। এতবড় খাড়া ছেলে তোমার বলে দিতে হবে তুমি কি করবে।

আমি গায়ের রক্ত জল করে জমিদার-সরকারে কলম পিবে তোমার
রোজগার করে এনে খাওয়াব—আর তুমি গণ্ডে পিণ্ডে গিলবে
আর শুণামী করে বেড়াবে? বাড়ীতে যে একটা রোগী আজ কদিন
ধরে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে—তার সেবা যত্ন করা তো দূরের কথা—কেমন
আছে এ কথাটাও একবার জিজ্ঞাসা করতে পার না?

রাম। না করিনি বৈকি? তুমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। হ্যাঁ
বৌদি! তোমায় আমি জিজ্ঞেস করিনি তুমি পেয়ারা খাবে কিনা?

রামলালের সরল প্রস্নে নারায়ণী একটু হাসিলেন। এমন সময় নেতা প্রবেশ করিল
নেতা। ডাক্তারবাবু এলোনা বাবাঠাকুর?

শ্রাম। এলোনা? কেন?

নেতা। তাঁকে আজ ভিন্‌গাঁয়ে যেতে হবে। সেখানে নাকি চার টাকা
ভিজিট—তাই আসতে পারবেন না।

শ্রাম। আমিও না হয় চার টাকাই দোবো। টাকা আগে, না প্রশ্ন
আগে? যা—তুই চামারটাকে ডেকে আনগে।

নারায়ণী। ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছে? ডাক্তার না হয় কালই
আসবে। একদিনে আর কি ক্ষতি হবে?

রাম। না—না—তুই থাক নেতা—আমিই যাবি—

গোবিন্দ। খাঁচা বুনবেনা কাকা?

রাম। বুনবো—বুনবো—দাঁড়া আগে ডাক্তারটাকে ডেকে নিয়ে আসি।

খাঁচা প্রস্থতের অন্তর্যে যে দা রামলালের হাতে ছিল তাহা লইয়াই সে বেগে প্রস্থান করিল
নারায়ণী। ওগো রামকে মানা কর। রাম, ও রাম আমার মাথা ধাস
বাসনে; ছি: দাদা, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। নেতা দেখ,
দেখ, ভোলাকে একবার পাঠিয়ে দে, তাকে কিরিয়ে আনুক।

নেতার প্রস্থান

মাঃ—আর পারিনি—মরণটা হলেও বাঁচি।

শ্রাম। রামের জন্তে অত ভাবতে হবে না। এখুনি আসবে'খন।

নারায়ণী। তুমি তো বললে ভাবতে হবে না। কিন্তু একটা কাণ্ড বাঁধালে তখন কাছারী ঘর করতে হবে তো ?

শ্রাম। তা তুমি আবার বাইরে উঠে এলে কেন ? ঘরে গিয়ে শোও গে যাও।

নারায়ণী। শোব কি গো ! যাহোক তোমাকে দুটো বেড়ে দিই।

শ্রাম। তা সে তো আমিও নিতে পারতুম। তার জন্তে উঠে আসার দরকার কি ছিল ?

নারায়ণী। তা কি হয় ? এখনো যখন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি।

শ্রাম। হ্যাঁ ভাল কথা। আমি তোমার মাকে আসতে খবর দিয়েছি গো।

নারায়ণী। হ্যাঁ, খবর দিয়েছো।

শ্রাম। হ্যাঁ। তাঁদের ওখানে দেখবার শোনবার কেউ নেই, আর এখানে এলেও তোমার তো কষ্টের খানিকটা লাঘব হবে।

নারায়ণী। তাতো হবে—কিন্তু আমি ভাবছি, মা যে রকম মুখরা শেষে রামের সঙ্গে যদি অবনিবনা হয় ?

শ্রাম। তিনি বুড়ো মাহুয—সংসারে থাকবেন—পুজো আর্চনা করবেন। তার সঙ্গে রেমোর অবনিবনার কি আছে ?

নারায়ণী। রাম তো আমাদের অবু, আর মাও একটু অসহ্য মাহুয তাই—

শ্রাম। তাই বলে, তিনি বিধবা মাহুয, তুমি থাকতে একটা আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বিদেশে কষ্টভোগ করতেন, সেটাই কি ভাল হতো ? লোকে বলতো কি ? না—না ও ঠিক আছে। দু'দিন থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রেমোটো গৌয়ার বটে, কিন্তু ওর অন্তরটা খুব ভাল। ওর জন্তে ভেবনা—চল—চল—

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলমণি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানার সম্মুখে ~~অবশ্যই পান-পান~~ ডাক্তার-
খানার ঘরের মধ্যে একটি অর্ধভগ্ন টেবিল ও চেয়ার। পশ্চাতে ততোধিক ভগ্ন একটি
আলমারীতে কয়েকটি শিশি বোতলে ঔষধ সাজান। তখন বেলা সাড়ে আট ঘটিকা
বাক্সিয়া গিয়াছে। নীলমণি ডাক্তার ডাক্তারখানার নাই। রোগী দেখিতে গিয়াছেন।
কয়েকজন রোগী তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। এক পাশে ছোট একটি বৈকিতে
বহুমোড়ল ও ভজ্জহরি মুদি বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। অদূরে রাখহরি মাটিতে
বসিয়া আছে। তাহার চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া।

রাখ। ডাক্তার যে আজকাল কি ছাই ঔষধ দিচ্ছে তার ঠিক নেই।

ছোঁড়াটার ক'দিনের মধ্যে জ্বর নরম পড়লো না।

ভজ্জহরি। আরে শুধু ঔষধেই যদি জ্বর সারতো তাহ'লে আর ভাবনা
ছিল না। সেই সঙ্গে বিস্বেসও থাকা চাই, বুঝলি ?

যহু। বিস্বেস আর অবিস্বেস। গাঁয়ে যখন উনি ছাড়া ডাক্তার নেই।

তখন মরি আর বাঁচি ঠুর দোর ধরে পড়ে থাকতেই হবে।

ভজ্জহরি। সেবার সেই পশ্চিমপাড়ার অঘোর মালোর মেয়ের অমৃতের
সময় ও-পাড়ার কতজননা বল্ল—ছিনাতপুরের অমুকুল ডাক্তারকে নিয়ে
আসবার জন্তি। অঘোরকে তার বেয়াই কত পেড়াপীড়ি করতো
নাগলো। কিন্তু শেষে আমার কথা শুনে, অঘোর আর অমুকুল
ডাক্তারকে ডাকিনি। আমাদের ধলা গাইটার পশ্চিমে বা—সেবার
আমাদের এই ডাক্তারবাবুই ভাল করে দিয়েলো কিনা—

যহু। ধলা গাই—গরু !

ভজ্জহরি। হ্যাঁ হ্যাঁ ; সে কথা তো আর আমি ভুলিনি। তক্ষুনি গাইডারে
অঘোরের উঠোনে টেনে নিয়ে গেলাম। সম্মাই দেখে ভো অবাঁক !

একবাক্যে সম্মাইয়ে বলতে হয়েলো—হ্যাঁ ডাক্তার বটে !

রাখ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে গল্প ও-পাড়ার নোকেরা আজও করে বটে।

ভজহরি। করবেনা? মাছুষ তো মাছুষ। গরু, ভেড়া, ছাগল সেয়ে যাচ্ছে আমাদের এই ডাক্তারবাবুর ওষধে।

যহু। ও-পাড়ার নোকেরা আবার একথাও বলে, অঘোরের মেয়েটা এই নীলমণি ডাক্তারের চিকিৎসার দোষেই মরেলো।

ভজহরি। জরের ওপর পাস্তা, বেগুন পোড়া, মুড়ি, এসব খেলে মরবেনা? যহু। তুই চুপ মাছু ভজা, চুপ মাছু। তোর খোসামুদী কথা আর ভাল লাগে না। ডাক্তার বোধ হয় তোর দোকানের খদ্দের! আর তোরও বোধ হয় ডাক্তারকে বিচুটী দিতে হয় না?

ভজহরি। বিচুটী—দিই কি না দিই, তুই শুথিয়ে দেখিস্ ছোটনোক কোথাকার।

যহু। মুখ সামলে কথা বলবি ভজা। পাচখানা গাঁয়ের নোক আমারে মান্তি করে চলে, মুখে নাগাম দিয়ে কথা কইবি।

ব্যস্ত-সমস্তভাবে নীলমণি ডাক্তারের প্রবেশ। ডাক্তারখানার গোলমাল করিতে দেখিয়া ভজহরি ও যহু মোড়লকে সঙ্গে তড়া দিয়া কহিলেন—

নীলমণি। আহা! বলি ডাক্তারখানায় সকালবেলায় এ সব আরম্ভ করলি কি তোরা?

ভজহরি। দেখনা, তোমার ঘরে বসে আবার তোমারই নিন্দে করছে।

নীলমণি। নিন্দে করছে? তা কি হলো? আমার নিন্দে তো সবাই করে। তোরা করিস না? নিন্দে কর আর যাই কর, আসতে তো আমার কাছেই হবে। গাঁয়ে তো আর ডাক্তার নেই। (জর্নৈক রোগীর প্রতি) এই যে পরাণের ছেলে এদিকে আয়। দেখি—(পরাণের ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া) ঐ যে ওষুধ দিয়েছি, ঐ ওষুধই খাবি।

পঃ ছেলে। কি খাব ডাক্তারবাবু?

নীলমণি। খাবি আবার কি? এখনও জ্বর রয়েছে। এই দুটো শুকনো মুড়িটুকি না হয় খাস। (পরাণের ছেলের প্রহানোত্তত) আর শোন—

তোর বাবাকে বলবি টাকাকড়ি অনেক বাকী পড়েছে। সেগুলো পাঠিয়ে দিতে।

পঃ ছেলে। বলব।

এহান

নীলমণি। (অপর রোগীর প্রতি) তোর কি ?

সুবল। আজ্ঞে, ঐ যে সেদিন আমার সেই মেয়েকে দেখেছিলেন—

নীলমণি। হ্যাঁ হ্যাঁ—কি যেন তোর নাম ?

সুবল। আজ্ঞে সুবল।

নীলমণি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সুবল। তা তোর মেয়ে কেমন আছে ?

সুবল। সেই একই ভাব।

নীলমণি। কিছুই কমেনি ? জর, কাশী, গা হাত পায়ের জ্বালা, সবই এক রকম আছে ?

সুবল। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনি একবার গিয়ে—

নীলমণি। তা এ বেলায় তো আর হবে না ও বেলায় যাব। ঔষুধ আছে ?

সুবল। আছে।

নীলমণি। তা ঐটেই আপাততঃ থাইয়ে দিগে যা।

সুবল। যে আজ্ঞে।

এহান

নীলমণি। (অপর একজনের প্রতি) তোর কি ?

ক্যাবলা। আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী একবার যেতি হবে।

নীলমণি। তোদের কোন্ বাড়ীটা ?

ক্যাবলা। আজ্ঞে পশ্চিমপাড়ার বিনোদ বাগ্‌দৌর বাড়ী।

নীলমণি। ও ! তুই বিনোদের ছেলে ? তুই ছোড়া ঐ রামঠাকুরের দলে থাকিস্ না ?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ও রামঠাকুরের দলের পাণ্ডা।

নীলমণি। হুঁ, তা বাড়ী গিয়ে দেখা চার টাকা লাগবে। চার টাকা—
টাকা এনেছিস্ ?

কাবলা। না। গিয়ে দেখ্‌লিই দিয়ে দোব।

নীলমণি। গিয়ে দেখার পর যে বল্‌বি এই দু'টাকা দিলাম, আর বাকী
থাকলো—ওসব হবে না। অন্ততঃ দুটো টাকা আগাম দিয়ে যেতে
হবে।

রাখহরি। আমাকে একটু সকাল-সকাল ছেড়ে দিন্ বাবু—

নীলমণি। দিই—দিই—বুঝলি ? তাহলে তোর বাপকে গিয়ে ঐ কথাই
বলগে যা।

কাবলার প্রস্থান

নীলমণি। হ্যাঁ, তারপর কাল তোর ছেলে কেমন ছিলরে রাখহরি ?

রাখহরি। কাল চোপার রাত চোথের পাতা বোজেনি বাবু। যেমন অর,
তেমনি বমি, তেমনি গায়ের জ্বালা। একটু ভাল ঔষধ দিন বাবু।

নীলমণি। ওষুধ কি আর ভাল দিচ্ছিনারে ? কিন্তু ভোগ যে কদিন সে
কদিন ভুগতেই হবে ; তোরা মনে করিস্ তোরা গরীব মানুষ বলে
হয়তো কমা ওষুধ দিই। কিন্তু এই নীলমণি ডাক্তারের কাছে ও
গরীব বড় লোক নেই। বুঝলি ?

রাখ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো জানি। তবে কিনা ডাক্তারবাবু ছোড়াটা
ক'দিন ধরে বিছানার পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। মাঠের ধানগুলো মাঠেই
পড়ে রইল—ঘরে আনবার সময় বড়ই কতি হচ্ছে ; তাই—

নীলমণি। সেকি আর আমি বুঝতে পারছি না রাখহরি ? কিন্তু কি
করি বল্ ? এতো আর তন্তুর সন্তরের কাজ নয়, যে কাঁড়কুক করে
দেখো—আর সেয়ে বাবে। এ হল সময় সাপেক্ষ রোগ।

রাখ। তা বাই হোক—একবার গিয়ে দেখে যা ভাল হয় তাই করুন
ডাক্তারবাবু।

নীলমণি। গিয়ে দেখা? ও বাবা! সেকি তুই পেয়ে উঠবিরে রাখহরি?
আজকাল গাঁয়ের বাইরে গেলেই চার টাকা ভিজিট। সে কি তুই
দিতে পারবি?

রাখ। একটু কমজম করে নেবেন বাবু।

নীলমণি। এমন সময় ছিল রাখহরি যে পয়সার জন্তে কাউকে
বলিনি। দরকার হয়েছে একবারের জায়গায় দশবার গিয়েছি, রোগী
দেখেছি। যে ইচ্ছে করে দিয়েছে—নিয়েছি। যে দেয়নি—তার কাছে
চাইওনি। কিন্তু এখন আর সে দিনকাল নেই। নইলে তুই
কমজম কি বলছিস রাখহরি—ও টাকার কথা আমি মুখেই আনতাম
না। তুই ইচ্ছে করে দিতিস্—নিতাম। না দিতিস্ চাইতামও না।

নীলমণি ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই রামলাল ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

তাহার এক হাতে দা। কেমরের কাপড় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা। নীলমণি

ডাক্তার রামলালের আগমন লক্ষ্য করেন নাই। নীলমণি ডাক্তারের

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামলাল বলিল—

রাম। না চাইতে না! মুখে মিষ্টি কথার বহর কত! দেশ শুদ্ধ লোকের
কাছে পাক দিয়ে টাকা আদায় করছেন, আর মুখে বলছেন—টাকা
চাইতাম না—নিতাম না। একটা আশু চামার!

নীলমণি। কি যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! মুখ সামলে কথা কইবি—
রাম। তা কইব। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, বৌদির অশুধ সারেনা
কেন?

নীলমণি। তা আমি কি করব? ওষুধ তো দিচ্ছি।

রাম। ছাই দিচ্ছি। পঁচা ময়নার গুঁড়োতে অশুধ ভাল হয়?

নীলমণি। পঁচা ময়নার গুঁড়ো? তবে নিতে আসিস্ কেনরে? তোর
দাদা পারে ধরে ডাকতে পাঠায় কেনরে?

রাম। পারে ধরে ডাকতে পাঠায়? তুমি ছোটলোক, বামুনের মান-

মর্যাদা জাননা তাই অত বড় কথাটা ধলে ফেলে ? এদিকে ডাক্তার নেই—তাই ডাকতে পাঠায়, থাকলে পাঠাতো না। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার দিবি দিয়েছে তাই, নইলে তোমার দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে ঘরে ফিরতাম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখুনি এসো, দেরী করোনা। আজ যদি বৌদির জ্বর না ছাড়ে—তাহলে সামনে ঐ যে কলমের আমবাগান করেছ—এখনও বেশী বড় হয়নি, এই দায়ের এক এক বায়েই কাত হবে। ওর একটাও আজ রাতে আর থাকবে না। আর কাল এসে ঐ শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব—মনে রেখো।—

বেগে এহান

যহু। ডাক্তারবাবু, আর দেরী করো না। ভাল ওষুধ যা হুকোনো-টুকনো আছে তাই নিয়ে যাও। ও রাম ঠাকুর! ওর যে কথা, সেই কাজ। যা বলে গেছে—তাই করে তবে ছাড়বে।

নীলমণি। আমি ওকে পুলিশে দেবো। আমি থানায় দারোগার কাছে যাবো। তোমরা সব সাকী।

রাখ। ডাক্তারবাবু—

নীলমণি। আচ্ছা—আচ্ছা—তুই এখন যা—আমি বিকেলে যাব।

রাখহরির এহান

যহু। সাকী ? সাকী কে হবে বাবু ? আমার তো কুইনেন খেয়ে খেয়ে সদাসর্বদা কান ভৌঁ—ভৌঁ কর্তেছে। রামঠাকুর যে কি করে গেল তা বুঝতে পারলাম, কিন্তু শুনতে পেলাম না। আর দারোগা কি করবে বাবু ? ও দেবতাটা দেখতে পাগলা-ছাগলা বটে কিন্তু ওনার বাগ্মী হোঁড়ার দলটা বড় কম নয়। শেষে যদি ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে।

নীলমণি। কি ? পুড়িয়ে মারবে ? আমি এখুনি দারোগার কাছে যাব।

যহু। দারোগা দেখ্‌তিও আসবে না। আর তোমায় এক আঁটা খড় দিয়েও উপকার করবে না? কি বল ভজ্জহরি?
ভজ্জহরি। হ্যা—তাতো বটেই।

যহু। ও সব আমরা পারবো না। রাম ঠাকুরকে সন্মাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে—তাই করগে। যাক্—একবার আমার হাতটা দেখ্‌দেখি আজ দুখানা রুটীটুটি খাব কিনা।

হাত বাড়াইল

নীলমণি। এঁ্যা—সাক্ষী দেবার বেলায় নেই—আর হাত দেখাবার বেলায় আছ? দূর হ এখান থেকে—দূর হ—। আমি কারুর হাত দেখতে পারবো না। মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেবো না। দেখি, তাদের কি গতি হয়?

ওষধের ব্যাগ ও হাতা লইয়া নীলমণি ডাক্তারের বেগে গ্ৰহান

যহু। আমাদের গতি পরে কোরো। আপাততঃ রামঠাকুরের বৌদিকে একশিশি ভাল ওষুধ দিয়ে নিজের গতি করে এসো। যদি ডাক্তার-বাবু খানায় যায়। নাঃ, ঠাকুরকে একবার খবরটা দিয়েই যাই। বুঝলে ভজ্জহরি—নইলে হয় তো বা মনে করবে খানায় যাবার মতলবটা আমরাই দিয়েছি। যা হোক বিধেটাক বেগুনের চারা লেগিয়েছি। বেশ ডাগর ডোগরটা হয়ে উঠেছে। হয় তো আজ রেতেই উপড়ে রেখে যাবে। বাদলী ছোঁড়াগুলো তো রেতে খুমোর না। ভজ্জহরি। হ্যা হ্যা, তাই চল মোড়ল—তাই চল—

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রামলালের বাড়ী। প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। বেলা তখন প্রায় দশটা। ঘরের দরজা বন্ধ। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া নেত্য-ঈ উঠানে আসিয়া ডাকিল।

নেত্য। মা ঠাকরুণ—মা ঠাকরুণ।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে বারাণ্ডার আসিলেন

নারায়ণী। কে নেত্য? ভোলাকে নীলমণি ডাক্তারের ওখানে পাঠিয়েদিলি?

নেত্য। না মা ভোলা বাড়ীতে নেই, গরু চরাতে গেছে—

নারায়ণী। তবে তুই যা একবার নেত্য। ডাক্তারখানা থেকে রামকে ডেকে নিয়ে আয়। জানিনে সেখানে গিয়ে আবার এতক্ষণ কি কাণ্ড বাধিয়েছে।
নেত্য। আচ্ছা মা আমি ডেকে আনছি।

এহান

ঘরের ভিতর হইতে শ্রামলালের প্রবেশ

শ্রাম। নেত্যকে আবার নীলমণি ডাক্তারের ওখানে যেতে বললে কেন?

নারায়ণী। কি করব। রাম যে এখনও ফিল্ম না।

শ্রাম। তা নেত্যকে না পাঠালেই তো হতো, আমি তো কাছারী যাবই—

যাবার পথে তাকে না হয় ডেকে দিয়ে যেতাম।

নারায়ণী। তুমি আবার অতটা পথ ঘুরে যাবে?

নেপথ্যে শ্রামলাল। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

শ্রাম। নাও আর ভাবতে হবে না! ওই যে তোমার লক্ষণ এসে হাজির হয়েছেন।

রামের প্রবেশ

কিরে...ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি?

রাম। হ্যাঁ। গোবিন্দ খাঁচা ধরবি আর—

শ্রাম। তা ডাক্তার কি বলে? এখন আস্তব তো?

রাম । (পুনরায় খাঁচা প্রস্তুত করিতে করিতে) সে সব কিছু বল্লে না ?

শ্রাম । তুই তাকে আসতে বলেছিস্ তো ?

রাম । হাঁ, তা বলেছি বৈকি ?

নারায়ণী । ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস্ নি তো ভাই ?

রাম । না, তা করিনি । তুমি মাথার দিবি দিলে, নইলে আজ ওর শিশি বোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে আসতাম ।

শ্রাম । তা বেশ করেছ । মাথার দিবিটা যে রক্কে করেছ—এই যথেষ্ট ।

এখন দয়া করে একটু বাড়ীতে থাক । আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—

এর মধ্যে যদি ডাক্তার আসে, দেখিও—বুঝ্লে ।

রাম । আচ্ছা—

শ্রামলালের প্রস্থান

নারায়ণী । রাম—

রাম । কি বোদি ?

নারায়ণী । আমার কাছে আয়—

রামলাল নারায়ণীর নিকট গেল

নারায়ণী । আমার মা এ বাড়ীতে এসে থাকলে তুই রাগ করবি না তো ভাই ?

রাম । তোমার মা এসে থাকবে ? তা বেশ তো—বেশ তো । আমি রাগ করতে যাব কেন ?

নারায়ণী । তুইও তো এ বাড়ীর মালিক । তাকেও তো একবার জিজ্ঞেস করা দরকার ।

রাম । আমি মালিক ? কি যে বল বোদি তার ঠিক নেই । মালিক দাদা আর তুমি । আমি আর গোবিন্দ, আমরা দু'জন খাই লাই আর ঘুরে বেড়াই ।—তা বাক্ । গোবিন্দটা কোথায় গেল বল দিকি ? খাঁচাটা আধখানা ভেরী হয়ে থাকলো ।

নারায়ণী। কাছেই কোথায় আছে। আসবেখ'ন।

রাম। থাক—মরুকগে—ওরই খাঁচা তৈরি হবে না—আমার কি ?

হরিহর আধ-পাগলা কহনের লোক। গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

একপারে সদাসর্বদাই বাঁজ, পরিয়া থাকে। নাচিয়া নাচিয়া গান গায়।

রাকলাল ইহাকে বড় ভালবাসে। সম্প্রতি সে রামলালের

কার্তিক-গণেশের নামে একটি গান বাঁধিয়াছে।

নেপথ্যে হরিহর। দাঠাকুর কৈ গো—দাঠাকুর।

রাম। কে রে হরিহর ?

হরিহরের প্রবেশ

হরিহর। পেলাম হই দাঠাকুর। (নারায়ণীকে দেখিয়া) মাঠান অমন করে বসে যে ? অসুখ-বিসুখ নাকি ?

রাম। হ্যারে হরিহর, আজ ক'দিন বোদির বড় জ্বর। আর যে চামার ডাক্তারের হাতে পড়েছে, বুঝি হরিহর—বোদি এখন সেরে উঠলে বাঁচি। (নারায়ণীর নিকটে গিয়া) বোদি, হরিহর কার্তিক-গণেশের নামে একটা গান বেঁধেছে। বেশ গান। আমি শুনেছি। তোমায় শোনাবার জন্যে, ওকে আসতে বলেছিলাম ; শুনবে বোদি ?

নারায়ণী। বেশতো ! গাও হরিহর !

হরি। তা আপনার যে অসুখ মাঠান—

নারায়ণী। তা হোক। তুমি গাও—

হরিহর নাচিয়া নাচিয়া গান জুড়িয়া দিল

গান

কার্তিক আর গণেশ থাকের জলেতে—

দেখে তাদের, কত জনার স্মরণেছে নাল জিবেতে !

তাদের ডাকলি পরে দুড়ি দিয়ে—

ভারা হলিরে আসে পতর নিয়ে।

* বেশ দিলে বিশেষ আছে তুমি হু'টা বকল তারেতে।

তাদের দু'হু হুটো এতবড়—

ভরে চুনোপুঁটি জড়সড় !

আর ড্যাঙার আছেন দাণ্ডাঠাকুর—

তাই কেউ করনা কথা ভায়েতে ।

রাম । (গীতান্তে) দাঁড়া তোকে হুটো চাল এনে দি । (হু'একসল
অগ্রসর হইয়া ফিরিল) দেখ্ হরিহর, আর একদিন এসে
চাল নিয়ে যাস্ । আজ আর দিতে পারলাম না । বৌদির
অসুখ কিনা ?

নারায়ণী । তা হোক দোষ নেই । ও ঘর থেকে হরিহরকে হুটো চাল
এনে দাও ।

রাম । না—না—তা কি হয় ? সেবার আমার অসুখের সময় তুমি
ভিক্ষে দাও নি—বল্লে দোষ হয় । তুই আজ যা হরিহর—আর
একদিন এসে নিয়ে যাস্ ।

হরিহর । আচ্ছা দাণ্ডাঠাকুর । আসি মাঠান, পেদ্রাম হই—আর একদিন
আসব ।

হরিহরের প্রস্থান

নেপথ্যে শ্রামলাল । রেমো, ডাক্তারবাবু আসছেন ।

রাম । ঐরে ! দাদা বুঝি আবার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল !
আমি একটু আড়ালে বাই বৌদি । ও চামারটা হরতো আমায় নামে
দাদার কাছে এতক্ষণ অনেক কথা লাগিয়েছে ।

রামলাল ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

নীলমণি ডাক্তারের সহিত শ্রামলাল প্রবেশ করিলেন । নীলমণি ডাক্তারের হাতে
একটা ব্যাগ । শ্রামলালের সহিত কথা কহিতে কহিতে উঠানে প্রবেশ
করিয়া নীলমণি ডাক্তার ব্যাগটা বারাতার নামাইয়া রাখিলেন

শ্রামলাল । আপনি কিছু মনে করবেন না, ...ওটা একটু গৌরার কিনা ।

নীলমণি। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো জানি। তবে কিনা অতগুলো লোকের সামনে খামকা—

শ্রামলাল। আমি ওকে শাসন করে দেবো।

নীলমণি। থাক, থাক, শাসনের দরকার নেই। ছেলেমানুষ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সব শুধরে যাবে। তবে কিনা ওর কথাবার্তা শুনলে বড় ভয় হয়। তা থাক, (নারায়ণীর নিকট আসিয়া) হাতটা একবার দেখি বৌমা? (হাত দেখিয়া) হুঁ—জ্বর এখনো রয়েছে। আচ্ছা আজ ওষুধটা বদলে দেবো। সেই ওষুধটা আজ তিন বার খাবেন, তার পর কাল কেমন থাকেন জানাবেন—এসে দেখে যাব। কিন্তু বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাতে! তোমার দেওরটা তো আমাকে মাত্র দুটো দিনের সময় দিয়েছে—এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে তো আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে বলেছে। নারায়ণী। (লজ্জিত হইয়া) ওর ঐ রকম কথা। আপনি কিছু মনে করবেন না।

নীলমণি। লোকে বলে ওর একটা বাগদী ছোড়ার দল আছে। তাদের নাকি যে কথা সেই কাজ। তাই বড় ভয় হয় মা। আমরা ওষুধ দিতে পারি—কিন্তু প্রাণ তো দিতে পারি না মা।

নারায়ণী। ও একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়।

সহসা ঘরের ভিতর হইতে রামলালের প্রবেশ

রাম। শুধু শুধু তোমাকেই বা জেলে যেতে হবে কেন?

শ্রাম। এই যে গাথা! আবার মুখ বেড়ে ঝগড়া করতে এসেছে। তুই ডাক্তারবাবুর ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দিবি বলেছিল?

রাম। (সিক্তস্বরে)

শ্রাম। কি চূপ করে রইলি যে ?

রাম। না, আমি ওকথা বলিনি। আমি তো শুধু আমবাগান কেটে দেবো বলছি।

শ্রাম। তবে কি ডাক্তারবাবু মিছে কথা বলছেন ?

রাম। হ্যাঁ, উনি তো তাই—

নারায়ণী। রাম চূপ কর বলছি—

শ্রাম। (লজ্জিত হইয়া) যাক কিছু মনে করবেন না ডাক্তার বাবু, এই নিম্ন আপনার ভিজিটটা—

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া শ্রামলাল নীলমণি ডাক্তারকে চারটি টাকা দিলেন। তাহা হইতে তিন টাকা শ্রামলালকে ফেরত দিয়া জিত্ কাটিয়া নীলমণি ডাক্তার কহিলেন—

নীলমণি। সর্বনাশ ! আমার ভিজিট তো এক টাকা, তার বেশী আমি কোনমতেই নিতে পারবো না। ও অভ্যেস আমার নেই শ্রামবাবু। টাকা দুদিনের কিন্তু ধর্মটা চিরদিনের।

রাম। এ্যা ! একেবারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এলেন আর কি ! পরশু দিন ছু টাকা নিয়ে গেছে—আজ আবার ধর্ম দেখাচ্ছে !

শ্রাম। বেরো—বেরো হতভাগা—বেরো এখান থেকে—

রামলাল ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

নীলমণি। মুখফোড় বলে গালাগালি সহ করা যায় শ্রামবাবু কিন্তু ব্যবসা নিয়ে বদনাম রটানো সহ করা সম্ভব নয়। এখন থেকে সাবধান না হলে জেল হাজত ওর অনিবার্য। চলুন ওষুধটা দিয়ে দি। আহুন—

নীলমণি ও শ্রামলালের প্রস্থান

নারায়ণী। রাম ! রাম !

রামের প্রবেশ

রাম। কি বোদি ?

নারায়ণী। লোকের সঙ্গে কেমন করে কথা কহিতে হয় তা কি তুই কোন কালেই শিখবি না ?

রাম। তা ও ধর্ম দেখালে কেন ? রাখ বাগ্মীর কাছে চার টাকা আদায় করবে বলে ডাক্তারখানায় পেড়াপীড়ি করছিল—আর এখানে এসে ধর্ম দেখালে।

নারায়ণী। তাতে তোর কি ? তুই কি আমাকে একদণ্ডও শাস্তি দিবি না রে ?

নারায়ণী বিরক্তভাবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন

রাম। বোদি ! বোদি ! যা বাবা ! আমি ভালর জন্তে করতে গেলাম হরে গেল উল্টো ! বাঃ !

গোবিন্দ হরধূনার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল। হরধূনার বেশ-ভূষার গ্রামা ঘেরের ছাপ হৃৎপিণ্ডে। তাহার হাতে একটি কাপড়ের পুটলী। পক্ষাতে নেত্র্য-খির সহিত দিগধরী প্রবেশ করিলেন। নেত্র্যর হাতে একটি ছোট প্যাট্রা।

গোবিন্দ। কাকা ! কাকা ! শীগগির এসো। শীগগির এসো—

রাখ। কিরে—কিরে ?

রাখলাল অন্তমনস্কভাবে ছুটিয়া যাইতে গিয়া আর হরধূনার বাড়ির উপর আসিয়া পড়িল। পরে নিজেকে সামলাইয়া—
হরধূনাকে জিজ্ঞাসা করিল

তুই কে রে ?

গোবিন্দ। মা, দেখ দেখ—কারা এসেছে।

নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কে ! হরী ! আর—আর ! মা কোথায় ?

স্মরণী। ঐ যে—

নারায়ণী। এসো মা, এসো।

নারায়ণী দিগম্বরীকে প্রণাম করিলেন ও স্মরণীকে আদর করিয়া কাছে
টানিয়া লইলেন। দিগম্বরী নারায়ণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ
চাহিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন

দিগম্বরী। কিন্তু তোর এ কি চেহারা হয়েছে নারায়ণী? তোর দিকে যে
আর তাকানো যায় না।

নেতা। মার শরীরে কি আর কিছু আছে? আজ ক'দিন জ্বর। তা
ছাড়া সংসারের ছিটি কাজ ঐ একজনার ওপর। শরীরের আর কি
দোষ দিদিমা?

নারায়ণী। বা তো নেতা, মার নিরিমিষ দিকের বাসন-কোসনগুলো ধুয়ে
মেজে দিগে, আর নাইবার ব্যবস্থা—পূজোর গোছগাছ—

দিগম্বরী। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছিস মা?

নারায়ণী। এতখানি পথ গরুর গাড়ীতে এলে, কত কষ্ট হয়েছে। নেয়ে
ধুয়ে পূজো-আচ্ছা করে যা হোক কিছু মুখে দিয়ে আগে স্নান হও।
না—না তুই বা নেতা।

নেতার আহান

(জনাস্তিকে) রাম মাকে প্রণাম কর।

রামলাল ইতস্তত করিতে করিতে দিগম্বরীকে টিপ্ করিয়া প্রণাম করিল

রাম। এঁরা? বৌদি?

নারায়ণী। আমার মা আর বোন।

রাম। ও, বাদের আসবার কথা ছিল? তা বেশ, তা বেশ। (স্মরণীর

প্রতি) তা তোর নামটা কি তা তো বলিনে?

নারায়ণী। ওর নাম স্মরণী।



রাম। ও বাবা! মস্ত বড় নাম দেখছি যে!

নারায়ণী। (হাসিয়া) তা তোর নামটাই বা কি ছোট?

রাম। তা বটে! কিন্তু তোমরা তো রাম—রেমো এই সব বলেই ডাক কিনা?

নারায়ণী। তা বেশ তো! তুইও ওর নামটা না হয় ছোট করে নিয়ে সুরো বলে ডাকবি।

রাম। হেঁ-হেঁ—সেই ভাল!

গোবিন্দ। (সুরধূণীর প্রতি) মাসিমা, আমাদের কেমন কার্তিক-গণেশ আছে—দেখবে মাসীমা?

সুরধূনী। কার্তিক-গণেশ!

রাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্তিক-গণেশ, চ' না পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসবি আর অমনি দেখে আসবি—চ—চ।

রামলাল সুরধূণীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

গোবিন্দও তাহাদের অনুসরণ করিল

দিগম্বরী। কার্তিক-গণেশ আবার কি নারায়ণী?

নারায়ণী। ওর কথা আর বলো না মা। কোথা থেকে দুটো কচি পোনা এনে পুকুরে ছেড়েছিল। সেই কচি পোনা দুটোকে মুড়ি খাইয়ে খাইয়ে মস্ত বড় করে তুলেছে। আর তাদের আদর করে নাম রেখেছে কার্তিক-গণেশ।

দিগম্বরী। একি! চারদিকে ছিটি একাকার হয়ে রয়েছে! তুই হুদিন পড়ে থাকলে সংসার বুঝি অচল হয়ে ওঠে!

নারায়ণী। তা একটু হয় বৈকি মা। সংসারে তো আর দ্বিতীয় লোক নেই।

দিগম্বরী। কেন? তোর দেওরটা বুঝি তেমন দেখাওনো করে না? বুঝি—হাজার হোক সত্যতো দেওর তো?

নারায়ণী। সত্যতো সত্যি। কিন্তু স্বাণ্ডী ওকে যেদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, সেদিন আমিও জানতে পারিনি যে ও আমার আপন দেওর নয়। আর যিনি অস্তিমকালে ঐ আড়াই বছরের শিশুটিকে আমার কোলে তুলে দিয়েছিলেন, তিনিও কোনদিন আমাকে জানতে দেননি যে তিনি আমার আপন স্বাণ্ডি নন।

দিগম্বরী। থাক। আমি যখন এসেছি সংসারের ব্যক্তি আর তোকে আমি নিতে দেব না। কিন্তু উঠানে কত দিন ঝাঁটা পড়েনি নারায়ণী? দড়ি-দড়া, কঞ্চি ছিটি একাকার! আমি বাপু নোংরা সহ্য করতে পারিনে। ঝাঁটা গাছটা কোথায়?

নারায়ণী। থাক মা! এতখানি পথ আসায় কত কষ্ট হয়েছে। আগে একটু জিরোও। নেয়-ধুয়ে পূজো-আচ্ছা করে মুখে আগে বাহোক একটু কিছু দাও! সংসারের কাজ তো আছেই।

দিগম্বরী। তা হোক। পূজোর আগে তো নাইতেই হবে। দিই না ঝাঁট দিয়ে, ওতে দোষ নেই।

দিগম্বরী উঠানের একপাশ হইতে ঝাঁটাগাছটি লইয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিলেন।

সহসা রামলাল ছুটিয়া আসিয়া দিগম্বরীর হাত হইতে ঝাঁটাগাছটি কাড়িয়া লইল। পশ্চাতে গোবিন্দ ও হরধ্বনীর প্রবেশ

রাম। ওকি! ওকি! থাক—থাক—থাক! এখনও গোবিন্দ স্বাণ্ডা তৈরী হয়নি। কাটি, দড়ি, যজ্ঞপাতি সব ছড়ান রয়েছে। স্বাণ্ডাটা তৈরী হয়ে যাক, পরে আমিই ঝাঁট দেবো—আমিই ঝাঁট দিয়ে দেবো—

দিগম্বরী কটমট করিয়া রামলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অপরূহ । নীলমণি ডাক্তারের ডাক্তারখানা । ডাক্তারখানার সামনে একটা বেঞ্চিতে
ভজহরি ও নীলমণি ডাক্তার বসিয়া আছেন । নীলমণি ডাক্তার একটা খেলো
হাঁকোর তামাক খাইতে ছিলেন ও ভজহরির সহিত কথা কহিতে ছিলেন ।

ভজহরি । আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, রামঠাকুরের বাগ্গী ছোড়ার দলই
পশ্চিম পাড়ার নোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভাংচি দিয়ে এসেছে ।

নীলমণি । তা কি আর আমি জানিনে । আমিও সেদিন সোজা পশ্চিম-
পাড়ার বারোয়ারীতলায় বড় গলায় বলে এলাম, আজ নতুন ধান বয়ে
এসেছে, আর দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখছিচ্ বলে, নগদ পয়সা দিয়ে
রামঠাকুরের কথায় শ্রীনাথপুরের অহুকুল ডাক্তারকে ডেকে আনছিচ্ ।
কিন্তু তোরগাও মনে রাখিচ্ নতুন ধান, আর কাঁচা পয়সা, এ দুটোর
কোনটাই চিরদিন থাকবে না । আবার এই নীলমণি ডাক্তারের
কাছেই তোদের আসতে হবে ; মনে রাখিচ্—

ভজহরি । বাঃ ! বেশ বলেছ ডাক্তারবাবু ! ইচ্ছে কচ্ছে শ্রামঠাকুরেও
কথা কটা একবার শুইনে দি । ওনারও পরিবারের মাঝে মাঝে
অস্থখ করে তো ?

নীলমণি । একটা আস্ত আকাট মুখ্য—বুঝলি ভজহরি, একটা মুখ্য । আর
জন্মে বোধ হয় কি একটু পুণিয়া করেছিল, তাই এ জন্মে বায়ুনের বয়ে
জন্মেছে ।

ভজহরি । ওর অদিষ্টে কাটক আছে ডাক্তারবাবু, তা তোমারে বলে
দেলাম, তুমি দেখে নিও । (অদূরে শ্রামলালকে দেখিয়া) ডাক্তার
বাবু, ঐ দেখ—শ্রামঠাকুর বাজে, বল ত একবার ডাকি ।

নীলমণি । তা ডাক না ? আজ্ঞা করে ছু'কথা শুনিবে দি ।

ভজহরি । (উল্লেখ্য) ঠাকুরমশাই—ও ঠাকুরমশাই—ডাক্তারবাবু

তোমায় ডাকতেছেন, একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যাও দেবতা—
একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।

শ্রামলালের প্রবেশ

শ্রাম। ডাক্তারবাবু যে হঠাৎ স্মরণ করলেন ? ব্যাপার কি ?

নীলমণি। স্মরণ আর কি ! আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা দয়া করে একটু
পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন এই আর কি ! না ডাকলে তো আর
আসেন না।

বসিবার জন্ত একটি চেয়ার আপাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রামলাল বসিলেন না

শ্রাম। না আসিনে সত্যি ; কিন্তু তা শুধু আপনার এখানেই নয়।
এ গাঁয়ের এক সরকারের কাছারী ছাড়া আর কারুর ওখানেই
যাই না।

নীলমণি। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা'তো দেখতেই পাই। (প্লেব হাসি হাসিয়া)
হাজার হোক লজ্জার কথা তো ?

শ্রাম। লজ্জা ? লজ্জা কিসের ডাক্তারবাবু ?

নীলমণি। বৈমাত্র ভাই হলেও—লোকে তো বলে আপনারই ভাই,
আপনার পরিচয়েই তো তার পরিচয়।

শ্রাম। ও ! রামের কথা বলছেন ? না না, তার জন্তে আমার এতটুকু
লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। একটু বেয়াড়া ডানপিটে এই বা—

নীলমণি। হোক বেয়াড়া ডানপিটে ; তবু নানা লোকের নানা কথা
আপনাকেই শুনতে হয় তো ?

শ্রাম। নানা লোকের নানা কথা শুনতে হয় একথা ঠিকই ডাক্তারবাবু।
কিন্তু সংসারে সব মাহুষ ত এক রকমের নয়। সুতরাং, নানান
কথারও যে অভাব হবে না—তাতেই বা আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু যারা
সংসারে নিজেকে মাহুষ বলে দাবী করে ডাক্তারবাবু, তারা ঐ অমাহুষ-
টাকেই বা কমা করতে পারে না কেন, আমি ত শুধু তাই ভাবি।

নীলমণি। দেখুন শ্রীমবাবু, ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী সহ্য করা যায়, কিন্তু বদমায়েসী যে বরলাস্ত করা যায় না—

শ্রাম। ডাক্তারবাবু, রামকে আপনারা গরু গাধার সঙ্গে তুলনা করুন আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু বদমায়েসী বদনাম রটালে তা হয়তো সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তা বাক—এখন অপরাহ্ন বেলায় তেতেপুড়ে কাজ থেকে ফিরছি—আপনার যদি কিছু অভিযোগ থাকে বলুন, তার প্রতীকার করবার চেষ্টা করব।

নীলমণি। হ্যাঁ; সেই কথা বললেই তো ডাকলাম। দেখুন, পশ্চিম পাড়ার লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে আপনার ভাই ভাংচি দিয়ে এসেছে যে, যেন তারা কেউ এই নীলমণি ডাক্তারকে না ডাকে—

শ্রাম। রাম ভাংচি দিয়েছে?

নীলমণি। হ্যাঁ আপনার ভাই রাম। শুধু তাই নয়—শ্রীনাথপুরের অহুকুল ডাক্তারকে সেখান থেকে ডেকে আনা হচ্ছে; বারোয়ারীতলার চণ্ডী-মণ্ডপে অহুকুল ডাক্তারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। একদিন অন্তর এক একজন গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেয়। অহুকুল ডাক্তার সেই মেড় ক্রোশ দূর থেকে সকালে আসে, আর রুগী দেখে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। কিন্তু কেন? এত শত্রুতা কেন আমার সঙ্গে? বলতে পারেন?

শ্রাম। আপনি বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু,—এমনতর সুব্যবস্থা ত আমার ভায়ের দ্বারা সম্ভব নয়। যারা আপনার কাছ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, এর মধ্যে তারা সবাই আছে।

নীলমণি। কিন্তু আমি বলছি—আপনি যদি আপনার ভাইকে সাবধান না করেন, তাহলে তার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

ডাক্তারি। হ্যাঁ, তা ত করতেই হবে—

শ্রাম। অন্ততঃ এ ব্যাপারে তাকে শাসন করা আমার দ্বারায় সম্ভব হবে না। কারণ এ গাঁয়ে ডাক্তার বস্তির একান্ত অভাব। এ গাঁয়ের সবাই

যে আছে—এই নীলমণি ডাক্তারের মুখ চেয়ে। কিন্তু নীলমণি ডাক্তার
যে সবে খন নীলমণি—তাই তার দাবী দাওয়ারও শেষ নেই! ছিঃ!
ছিঃ! ডাক্তারবাবু এই অভিযোগ আবার আমার কাছে করছেন?
আমার ভাই সে তো গরু ডাক্তারবাবু, সে তো গরু—সেই গরুর
কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

প্রস্থান

ভজ্জহরি। দেখলে তো আমি বললাম—ও ভেতরে ভেতরে সব আঁকার
আছে।

নীলমণি। হ্যাঁ, তাই ত দেখছি। আমি দুটো কথা শোনাব বলে
ডাকলাম, উণ্টে আমাকেই দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল! আচ্ছা—
আমিও নীলমণি ডাক্তার।

পঞ্চম দৃশ্য

অপরাজ। শ্রামলালের বাড়ী। শ্রামলাল ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ
করিলেন। তাঁহার চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

উঠান হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

শ্রাম। রেমো—রেমো, রেমো কোথায় গেলি—

ঘরের দরজা খুলিয়া নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কেন? রামকে ডাকছ কেন?

শ্রাম। না আর সহ্য হয় না, ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠলো।

নারায়ণী। কি হল গো! কি হলো?

শ্রাম। আর কি হবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে। রেমোটাকে
নিিয়ে আর আমার সংসার করা চলবে না, তা তোমার বলে দিলাম!

নারায়ণী। কেন? আবার কি হলো তাই বল না?

শ্রাম। কি আর হবে! হতছাড়াটার জন্তে লোকের কাছে আর আমার মুখ : দেখাবার জো নেই,—কাজ থেকে ভেতপুড়ে বাঁকী কিয়দ্বি—
নীলমণি ডাক্তার তার ডাক্তারখানার ডেকে নিয়ে গিয়ে, কতকগুলো
যাচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলে!

নারায়ণী। নীলমণি ডাক্তার যে কেমন লোক, তা আর গাঁয়ের লোকের
জানতে বাকী নেই।

শ্রাম। সে ভাল হোক আর মন্দ হোক, তাতে আমাদের কি এসে
যায়? কিন্তু ও হতভাগা তার ভাতের হাঁড়ীতে কাঠি দিতে
যায় কেন?

নারায়ণী। ভাতের হাঁড়ীতে কাঠি দিয়েছে!

শ্রাম। নয় তো কি? পশ্চিম পাড়ার লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে
এসেছে—তারা যেন নীলমণি ডাক্তারকে কেউ আর না ডাকে।
সেখানে মোড়লী করে শ্রীনাথপুর থেকে অল্পকূল ডাক্তারকে এনে
বসিয়েছে। আমার ধৈর্যে, আমারই বুকের ওপর বসে যে তিনি দাড়ী
ওপুড়াবেন—তা আর হবে না—তাকে বলে দিও।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন

বাহির হইতে রামলালের প্রবেশ

নারায়ণী। এই যে! তোর জন্তে লোকের কাছে মুখ দেখানোর যো
নেই। কতকগুলো ছোটলোকের সঙ্গে মিশে, কেবল দল পাকিয়ে
নেচে নেচে বেড়াবি? বেরো! দূর হ বাড়ী থেকে—

রাম। বারে! শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছ কেন?

নারায়ণী। শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছি? তুই নীলমণি ডাক্তারের
পেছনে লেগেছিস্ কেন বল?

রাম। নীলমণি ডাক্তারের পেছনে লেগেছি?

নারায়ণী । লাগিসনি ? কেন তুই ও-পাড়ার লোকদের বলে এসেছিস্

যে তারা যেন কেউ নীলমণি ডাক্তারকে না ডাকে ?

রাম । নীলমণি ডাক্তার ভাল চিকিৎসা করতে পারে না, তাই—

নারায়ণী । ভাল পারুক্, মন্দ পারুক্, তাতে তোর কিরে মুখপোড়া ?

তুই কেন শুধু শুধু তার কথায় থাকতে যাস্ ?

রাম । ও কেন শুধু শুধু আমার কথায় কথা কহিতে আসে ?

নারায়ণী । তুই তার পেছনে লাগিস্ বলেই তোর কথায় থাকে । গাঁয়ে

এত লোক রয়েছে, সে তোর কথাই বা বলে কেন ? তোর জন্তে

আজ ঔঁকে পর্য্যন্ত কথা শুনতে হল ?

রাম । কি ? দাদাকে কথা শুনতে হল ?

নারায়ণী । হল না ? তোর জন্তে নীলমণি ডাক্তার আজ ঔঁকে পর্য্যন্ত

বাচ্ছে তাই শুনিতে দিয়েছে ! বেরো—দূর হ বাড়ী থেকে—

নারায়ণীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ

রাম । বেশ চল্লাম—চল্লাম—

রাগে গঙ্গা করিতে করিতে রামলালের গ্রহান

গোবিন্দর হাত ধরিয়। বাড়ীর ভিতর হইতে হরধুনী প্রবেশ করিল ।

হরধুনীর হাতে একখানি রাশারী ।

হরধুনী । আর গোবিন্দ—

উত্তরে বারান্দার সিঁড়িতে উপবেশন করিল

গোবিন্দ । আজ কোন্খানটায় পড়বে মাসীমা ?

হরধুনী । অকম্পনের বুক ।

গোবিন্দ । অকম্পন কে মাসীমা ?

হরধুনী । সে রাক্ষস, মন্ত বীর !

গোবিন্দ । রাক্ষস ? ও বাবা ! হনুমান আছে তো ?

হরধুনী । হ্যাঁ আছে ।

গোবিন্দ । বেশ, তবে পড় শুনি ?

স্বরধুনী । (রামায়ণ পড়িতে লাগিল)

শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান ।

রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান ॥

হনুমান বলে বেটা পালাবি কোথায় ।

একচড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥

ব্যস্তভাবে নেতর প্রবেশ

নেত্যা । মা কোথায় গো সুরমাসী ?

স্বরধুনী । দিদি ? দিদি ঘরের ভিতর আছে ।

নেত্যা । ওমা—মা ?—

নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী । কেন রে নেত্যা ?

নেত্যা । ঐ দেখগে যাও—ছোটবাবু কি কাণ্ড কচ্ছে ? ঐ পচা পুকুরের
জলে লোকে পা দেয় না ! ছোটবাবু সেখানে ডুব দিয়ে, সাঁতার
কেটে একেবারে হৈ হৈ করছে ! কত করে বারণ করলাম—কিছুতেই
কথা কানে তুললে না ।

নারায়ণী । ওর যা খুসী ও করুক গে—আমি আর পারি না—

নেত্যা । তুমি গিয়ে বললে—হয়তো ভয়ে ভয়ে উঠে আসবে ।

নারায়ণী । যে বাঁচবে না নেত্যা, তাকে ডাক্তার বড়ি ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে
পারে না । ওর যদি ওতে মরণ থাকে তো মরুক—আমি আর পারি
না ; তুই যা—

নারায়ণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন । নেত্যা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল ।

গোবিন্দ । জান মাসীমা, কাকা আজ খুব বকুনি খাবে—

স্বরধুনী । বেশ হবে ।

গোবিন্দ । নাও তুমি পড় ।

স্বরধুনী। নেতাটা এসে সব গুলিয়ে দিলে! কোথায় যেন পড়ছিলাম গোবিন্দ?

গোবিন্দ। ঐ যে গো—ঘমালয়ে পাঠাব তোমায়।

স্বরধুনী। ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

পড়িতে উদ্ভত এমন সময় শ্যামলালের প্রতিবেশী কালু সঁাতরা ব্যস্তভাবে

উঠানে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিল

কালু। মা-ঠাকরুণ কৈ গো থোকাবাবু?

গোবিন্দ। মা? মা ভেতরে আছে।

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কে রে গোবিন্দ?

কালু। আমি মা—আমি?

নারায়ণী। ও কালু? কি ব্যাপার কি?

কালু। তুমি একবার দেখবে চল মা—ছোটবাবু আমাদের কি কতিটা করেছে। আমাদের একটা তাজা শশা গাছ উপড়ে, শশাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে তছনচ্ কাও করেছে মা—এমন করে কতি করলে—কেমন করে পারি। তুমি একবার দেখবে এস মা।

নারায়ণী। চলতো দেখে আসি—

কালু ও নারায়ণীর প্রস্থান

স্বরধুনী। কোথায় যেন পড়ছিলাম গোবিন্দ?

গোবিন্দ। ঐ যে গো—তুমি বড্ড ভুলে যাও। সেই যে, ঘমালয়ে পাঠাব তোমায়।

স্বরধুনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

পচা পুকুরে নান করিয়া ভিজা কাপড়ে রামলালের প্রবেশ

রাম। কি করছিস্ রে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। মাসীমার কাছে রামায়ণ শুনছি ? মাসীমা কেমন রামায়ণ পড়তে জানে, শুনবে কাকা ?

রাম। শুনব—শুনব। (স্মরণীয় প্রতি) বেশতো পড়মা শুনি ?

স্মরণীয়। না আমি পড়ব না।

রাম। পড়বি না কেন ? রামায়ণ শুনতে আমি খুব ভালবাসি। ‘সীতার বনবাস’, ‘লক্ষণের শক্তিশেল’, ‘রাবণবধ’ এ সব পালা যে আমরা ইস্কুলে যাত্রার করেছি।

গোবিন্দ। জান মাসীমা, কাকা একবার যাত্রার হুম্মান সেজেছিল !

রাম। (গোবিন্দকে শাসাইয়া) এই গোবিন্দ ? খবরদার মার খাবি—

গোবিন্দ। হ্যাঁ খাবে বৈকি ? তুমি তো হুম্মান সেজেছিলে—

রাম। ফের, মারখাবি বলছি গোবিন্দ—(মারিতে উদ্ভত)

স্মরণীয়। (হাসিয়া) রাগ করছ কেন রামদা ? হুম্মানই যদি সেজে থাক—তাতে দোষ কি ? হুম্মান কি যে সে ? মন্ত বীর ! তবে তার একটা লাজ আছে এইরা—

রাম। আ-মলো ! এ ছুঁড়ী তো কম ডেঁপো নয় দেখছি—

স্মরণীয়। (রাগিয়া) শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছ কেন ?

রাম। বেশ করেছে। তুই আমার কথার কথা কইতে আসিস কেন ?

গোবিন্দ। কাকা, তুমি আজ সীতারাদেবের শশা গাছ কেটে দিয়েছো, পচা পুকুরে নেরেছো—মাকে গিয়ে বলে দেব, তুমি আবার মাসীমাকেও গালাগাল দিচ্ছ—

রাম। বা-বা বলগে যা। এঁয়া ! ভারী তো মাসী ! কোথাকার মাসী তার ঠিক নেই ? হুদিন এসে একেবারে ভারী হয়ে হয়েছে—

খরের ভিতর হইতে বড়ের ভার দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। দেখ বাছা ! হুদিনই আনু ক আর দশদিনই আনু ক ; ওর পাতাহনা মাসী নয়। মা-র পোটর বোন—মনে রেখ।

রাম। তোমরা তো আচ্ছা লোক দেখছি। যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে!

আমি কি বলছি নাকি পাতানো মাসী?

দিগম্বরী। কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—যেমন মা তার তেমনি মেয়ে! কেন? মা কি করেছে রে ড্যাগ্‌রা, মা কি করেছে? আচ্ছা, যাচ্ছি নারাগীর কাছে।

বেগে প্রস্থান

রাম। (স্বরধুনীর প্রতি) আচ্ছা, তোরা কি বলতো? তোদের কি চোখে চামড়া নেই? দু'দিন যেতে না যেতেই ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ করে দিলি? স্বরধুনী। তুমিও তো দুদিন যেতে না যেতে তুইতোকারী আরম্ভ করে দিলে?

রাম। তাতে কি হয়েছে? তুইতোকারী করলামই বা। আমি তো বয়সে বড়।

স্বরধুনী। বয়সে বড় বলে—যা তা বলবে, না?

রাম। বারে! যা তা আবার কি বলছি? রামায়ণ পড়ছিলি তাই শুনতে চাইলাম। একটু শোনালেই হতো—

স্বরধুনী। আমি যদি তোমায় না শোনাই?

রাম। না শোনালি তো বয়েই গেল—

স্বরধুনী বই বগলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

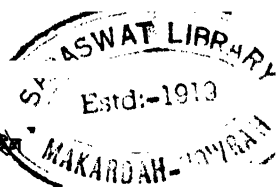
স্বরধুনী। আর গোবিন্দ—

রাম। না, গোবিন্দ যাবে না—

স্বরধুনী। যাবে না বৈ কি! আর গোবিন্দ, রামায়ণ পড়িগে—

গোবিন্দ স্বরধুনীর অনুসরণ করিল

রাম। গোবিন্দ! যদি অশথ গাছের ডাল নিতে চাস্‌ তো চট্টগট্‌ চলে আর—



গোবিন্দ রামলালের অনুসরণ করিল। রামলাল ও গোবিন্দ দু'একপদ

অগ্রসর হইতেই—নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। এই যে বাঁদর ! তুই পচা পুকুরে নাইলি কেন ?

রাম। তুমি তখন গালাগাল দিলে কেন ?

নারায়ণী। তুই অস্ত্রায় করবি, আর আমি কিছু বলবো না ?

গোবিন্দ। বেশ হয়েছে ! বেশ হয়েছে !

রাম। তবে রে—

রামলাল গোবিন্দকে মারিতে উত্তত হইল

গোবিন্দ। না কাকা, আর বলব না কাকা !

রাম। বলবি না তো ? তবে যা—কাটারীখানা নিয়ে যা—আমি এখুনি
একটা অশথ গাছের ডাল কেটে দিচ্ছি। বোদি এসে গিয়েছে, আমি
দুটী ভাত খেয়েই যাচ্ছি—

গোবিন্দর প্রস্থান

নারায়ণী। ভাত দেবো ? ঝাঁটা মেরে বিদ্যেয় করে দেবো। গণ্ডেশিণ্ডে
গিলে কতকগুলো ছোটলোকের সঙ্গে শুধু হৈ হৈ করে বেড়াবে ?
হতছাড়া পাজী কোথাকার—

রাম। তাহলে আজ আর খেতে দেবে না ?

নারায়ণী। খেতে দেবো ? তোর অস্ত্রে লোকের কাছে আমার মুখ
দেখানোর জো নেই ! মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছি, মুখপোড়া ! সঁতরাদেয়
এক মাচা শশা কেটে দিয়ে এসেছি, কেন ?

রাম। বাঃ ! শশাগাছ কেটে দিয়েছি ? তারা আমাকে কাটতে দেখেছে ?

নারায়ণী। তারা দেখেনি—আমি দেখেছি। কেন কেটেছি, তাই
আগে বল ?

রাম। আমাকে ওই সঁতরাদেয় বড়ী মাগীটা খাম্বা অপমান
করলে কেন ?

নারায়ণী। অপমানের কথা পরে হবে। তুই চুরি করেছিলি কেন, তাই আগে বল ?

রাম। চুরি করেছিলুম ? কথ'খনো না। এতটুকু একটা শশা নিলে বুদ্ধি চুরি করা হয় ?

নারায়ণী। হ্যাঁ বান্দর—একশ'বার হয় ? বুড়ো খাড়ী ! কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলে গোবিন্দ সেও যে জানে। আর তুমি জান না ? দূর হ—মুখপোড়া ? তোকে কিছু খেতে দেবো না।

রাম। দেবে না তো ? বেশ চল্লাম—চাইনে, চাইনে খেতে—

বেগে প্রস্থান

নারায়ণী। সত্যি সত্যিই চলে গেল যে ! নেত্য ও নেত্য—

নেত্যর প্রবেশ

নেত্য। কি মা ?

নারায়ণী। ডাক নেত্য রামকে ডাক, ক্ষিদের ভাত চেয়ে চলে গেল—

নেত্য। ক্ষিদে পেলে আপনিই ফিরে আসবে। অত বড় সোমখ ছেলে

বাউগুলের মত ঘুরে বেড়াবে এও তো ভাল কর্ম্ম নয় মা ?

নারায়ণী। তোরা ওর বয়সটাই দেখিস্ নেত্য। আর একটু বড় হলে,

জ্ঞান বুদ্ধি হলে, ওর আপনিই লজ্জা হবে।

নেত্য। এ বয়সেও যদি জ্ঞান বুদ্ধি না হয়, তবে আর কবে হবে মা ?

নারায়ণী। জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো

বা দুব'ছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক ভাল না

হোক ভাল, তাদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন ?

নেত্য। ঐ তো—ঐ তো—তোমার দোষ মা, পাড়ার লোকে বলে

তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী। পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা তো দেখে মা।

আমার হাতে ও যত মার খেয়েছে, আমার নিজের ছেলে গোবিন্দও যে

তা খায়নি। কিন্তু তুই তো পাড়ার লোক নস্। তুই তো এখুনি দেখ্‌লি—যে খেতে না দিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ঘরে বাইরে আমার আর এত গঞ্জনা সহ হয় না নেতা। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) নেতা। ওকি মা! কাঁদ কেন? মন্দ কথাতো বলিনি। লোকে বলে তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।

নারায়ণী। সকল মানুষকে ভগবান এক রকম গড়েন না। ও একটু বেয়াড়া বলেই আমি যার তার কথা চুপ করে সহ্য করি। কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি বলে? তারা কি চায়, আমি ওকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিই। তাহলেই বোধ হয় তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

নেতা। জানিনে বাপু কি ভাল কি মন্দ।

অস্থান

অপর দিক দিয়া শ্রামলালের প্রবেশ

শ্রাম। রেমো মুখ ভার করে চলে গেল যে?

নারায়ণী। আমি তাকে খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রাম। বেশ করেছ, বেশ করেছ। খুব ভাল করেছ'—

নারায়ণী। না খেয়ে বাসী-মুখে বাড়ী থেকে চলে গেল—

শ্রাম। যাক্‌গে আপদ একেবারে যার তো বাঁচি।

নারায়ণী। ছি—ছি! কি যে বল তার ঠিক নেই।

শ্রাম। বলি কি আর সাধে! ওর জন্তে এবার গ্রামের বাস তুলে দিতে হবে দেখছি। প্রতিদিন ওর নামে একটা না একটা নাশিখ লেগেই আছে!

নারায়ণী। কেন?—আবার কেউ বুঝি কিছু বলেছে?

শ্রাম। বলেনি আবার? এইমাত্র সঁজারারা বলে গেল—তাদের বাচার

ওপরের শশা গাছটা কেটে দিয়েছে। শশাগুলো নিয়ে লোকজনকে বিলি করে দিয়েছে। গরীব লোকজনের এমন করে ক্ষতি করলে, তারাই বা কেমন করে খাতির রেখে চলে বল ?

নারায়ণী। সঁাতরাদের আমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েও হয়নি।—আবার তোমায়ও বলেছে ? কিন্তু ক্ষতি যাই হোক—সঁাতরারা কথাটা তোমায় একটু বাড়িয়ে বলেছে—

শ্রাম। বাড়িয়ে বলেছে ? আচ্ছা, কেন তুমি ওর সব দোষ ঢাকতে যাও বলতো ?

নারায়ণী। তার দোষ আমি ঢাকছি—এই জন্তেই তাকে আজ খেতে দিইনি—তাড়িয়ে দিয়েছি। শশা অবশ্য নিয়েছিলো কিন্তু পাড়ার বিলি করবার মতন নয়। আমি নিজে দেখে এসেছি—খেয়ালের বেশে ছোট্ট একটা শশা ছিঁড়তে গিয়ে, একটু ডালও সেই সঙ্গে ছিঁড়ে এসেছিল। তাকে গাছ উপড়ে দেওয়া বলে না। কিন্তু সঁাতরারা যা বলেছে, সেটা যেন একেবারে ডাকাতি ! মানুষ আসল কথাটা চেপে বানিয়ে বানিয়ে এত মিথ্যে কথা বলে কি করে ?

শ্রাম। তাহলে তুমি বলতে চাও—যে সঁাতরারা মিথ্যে কথা বলে গেল ?

নারায়ণী। একটা শশা নেওয়া ছাড়া—আর যা বলেছে সব মিথ্যে।

শ্রাম। আদর দাও নারায়ণী, দোষ নেই। কিন্তু এমন করে ওর আর মাথা খেও না।

নারায়ণী। ও হতভাগা যে আমার মাথা খেয়েছে, তাই ওকে কেন্দ্রভেদে পারছি না—তুলতেও পারছি না। ওর মাথা যদি আমি খেতে পারতাম, তাহলে লোকেই বা এত কথা শুনবো কেন ?

কান্না কান্না

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রামলালের বাড়ীর খিড়কী। সমুখে পল্লী-পথ। পথের পাশেই শ্রামলালের
পুকুর। পুকুরের বাঁধান ঘাট দেখা যাইতেছে। একটি অন্ধ গাছের ডাল
লইরা গোবিন্দ ও রামলাল প্রবেশ করিল

রাম। বুঝলি গোবিন্দ ? ডালটার এই দিকটা পুঁতে দিয়ে, বেশ করে
গোড়ায় জল দিবি।

গোবিন্দ। আচ্ছা।

রাম। আর ভোলাকে বলে দিয়েছি, সে এখনি গিয়ে গাছটার চারপাশে
বেশ শক্ত করে বেড়া দিয়ে দেবে।

গোবিন্দ। খুব ছাওয়া হবে তো কাকা ?

রাম। হ্যাঁ, খুব ছাওয়া হবে। এবার আর বৌদির এ-ঘর ও-ঘর করতে
রোদ্ধুয়ে একটুও কষ্ট হবে না। আমার ওপর বৌদি খুব খুসি হবে।

গোবিন্দ। তাহলে খুব ভাল হবে।

রাম। যা আর দেরি করিসনে! এখনি পুঁতে দিগে—

গোবিন্দ। তুমি এখন বাড়ী যাবে না ?

রাম। না।

গোবিন্দ। কেন ?

রাম। বলছি যাব না—না ?

শ্রামলালের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া সুরধুনীর প্রবেশ

গোবিন্দ। যাবে না ?

রাম। না।

সুরধুনী। (হাসিয়া) ওর যে রাগ হয়েছে—

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার রাগ হয়েছে। তুই যা—

গোবিন্দর আহান

রামলাল প্রহরীভূত

স্বরধুনী। রামদা! ও রামদা শুনে যাও—

রাম। যা মুখপুড়ী, তোদের কারো কথা শুনতে চাই না।

স্বরধুনী। শোনই না একটা কথা বলি—

রাম। কি বলবি বল—?

স্বরধুনী। দিদি বুঝি তোমায় খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে?

রাম। দিলে দিলে—তাতে তোর কি রে মুখপুড়ী? আ-মলো—! ভারি

তো কথা! তাই আবার জিজ্ঞাসা করবার জন্তে রাস্তায় ছুটে

এসেছে? বেরো—দূর হ—দূর হ মুখপুড়ী—

স্বরধুনী। তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু সারাদিন আজ ভাত বন্ধ—

উপোস তো?

রাম। আমি উপোস করি না করি—খাই না খাই—সে আমি বুঝবো।

তাতে তোর কি রে মুখপুড়ী—

স্বরধুনী। আমার আবার কি? আমি দিব্যি খাব দাব বেড়াব।

রাম। আমাদের ক্ষিদে পেলে খাব।

স্বরধুনী। দিদি বলেছে—তোমায় আজ আর খেতে দেবে না।

রাম। নাঃ—দেবে না বৈ কি? খানিক পরেই ঘুরে আসছি—দেখি

দেয় কিনা?

স্বরধুনী। আমি আড়াল থেকে শুনেছি—জামাইবাবুও বারণ করে

দিয়েছে।

রাম। এঁ্যা! দিলেই হল আর কি? আমার ভাত না দিলে ভাতের

হাঁড়ীতে ছাই দিয়ে দেব না?

স্বরধুনী। কেন শুধু শুধু গোলমাল কর বল দেখি?

রাম। বেশ করি—তোর কি? আ-মলো! ঐটুকু মেয়ে উনি এসেছেন

আমার সঙ্গে ভর্ক করতে! বেরো—দূর হ বলছি—

স্বরধুনী। তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু সত্যিই বলমিকি, ক্ষিদে পেয়েছে কিনা?

রাম। না পাইনি।

স্বরধুনী। তাহলে এগুলো কিরিয়ে নিয়ে যাই—

আচলের মুড়ি ও পাটালী গুড় দেখাইল

রাম। মুড়ি! আর পাটালী গুড়! বাঃ বাঃ! বেশ করিছিস্, নে—নে—

স্বরধুনী। তবে যে বলছিলে ক্ষিদে নেই?

রামলাল সানন্দে মুড়ি খাইতে লাগিল

রাম। হ্যারে—মুড়ি কি বোদির কাছ থেকে চেয়ে আনলি?

স্বরধুনী। না, তুমি চলে আসার পর, দিদি আর জামাইবাবু কথা কই-
ছিলেন—সে কাঁকে ভাঁড়ারে না ঢুকে, নিয়েই একেবারে দে ছুট—

রাম। বাঃ বাঃ! তোর খুব বুদ্ধি তো? (স্বরধুনীর পিঠ চাপুড়াইয়া)

আর একথানা যদি চট করে যদি পাটালি গুড় আনতে পারিস্—

তাহলে দেখনা আজ বোদিকে কি রকম জ্বল করি। সন্ধ্যার আগে

আর বাড়ী ঢুকবো না। বোদি একেবারে কঁদে কেটে মরবে।

স্বরধুনী। আজ সবাই রেগে গেছে—তোমার জন্তে আজ আর কেউ
ভাববে না।

রাম। না—ভাববে না বৈকি! দেখিস্ আর একটু পরেই বোদি
কান্নাকাটি আরম্ভ করবে।

ভোলায় প্রবেশ। তাহার কাঁধে দু'খানি বাশ, কিছু

বাধারী, কিছু দড়ি ও হাতে একখানি দা

কে রে! ভোলা এসেছিস্? নে ছুটো মুড়ি থা—

রামলাল ভোলাকে মুড়ি দিল

ভোলা। দেন দাঠাকুর—

রাম। তুই ততক্ষণ গাছটার চারপাশে বেশ শক্ত করে বেড়া দিগে—

আমি একটু পরে যাচ্ছি—

স্বরধুনী। তুমি তাহলে এখন বাড়ী যাবে না?

রাম। না না, যাবনা তুই বেরো—

স্বরধুনী। হঁ, এখন পেট ভরেছে কিনা? দাঁড়াও না দেখাচ্ছি মজা!

দিদিকে গিয়ে বলে দিচ্ছি—তুমি মুড়ি খেয়েছ।

রাম। তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব রাক্ষসী—

রামলাল স্বরধুনীর গলা টিপিয়া দিতে গেল। ভয়ে স্বরধুনীর গ্রন্থান

ভোলা। নলেন গুড় আর আছে নাকি দাঠাকুর—

রাম। হঁ, খুব লোভ দেখছি যে! একটু দিলাম কিনা! যা বাড়ীতে গিয়ে বোদির কাছ থেকে চেয়ে নিগে যা—

ভোলা। আজকাল মাঠানের কাছে চাইতে কেমন যেন সরম নাগে।

মাঠানের মা আমার মুখের দিকে যেন কেমনতর করে তাকায়!

দেখলি ভয় নাগে!

রাম। দূর—দূর—ও ডাইনীকে আবার ভয় কিসের? বোদির কাছে চাইবি—চাইলেই দেবে। যা তাড়াতাড়ি যা, নইলে গরু ছাগলে গাছটাকে মুড়িয়ে দেবে।

উভয়ের উভয় দিকে গ্রন্থান

সপ্তম দৃশ্য

গ্রামলালের বাড়ী। গোবিন্দ উঠানে অশ্বখগাছের ডাল পুঁতুরা তাহার গোড়ার জল ঢালিবার জন্য এক বালুতি জল লইয়া টানাটানি করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে দিগম্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং গোবিন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন।

দিগম্বরী। ও গাছ বাড়ীতে পুঁতুতে নেই—ওতে ভূত থাকে।

গোবিন্দ। কাকার গায়ে কি রকম জোর জান? ভূতকে তাড়িয়ে দেবে।

দিগম্বরী। মাহুষ কখন ভূতের সঙ্গে পারে?

গোবিন্দ। না পারে না বৈকি! কাকার কাছে আমি কত ভূতের গল্প শুনেছি গো মশাই, কত ভূতের গল্প শুনেছি।

দিগম্বরী। লক্ষ্মী ছেলে! সোনা ছেলে, বালুটিটা রেখে দাও তো ভাই।

গোবিন্দ। বারে—! গাছে জল দেব না?

দিগম্বরী। ছিঃ ভাই! উঠোনে কি জল ঢালে? কাদা হবে যে?

গোবিন্দ। উঠোনে ঢালব কেন? আমি তো গাছে জল দেব।

দিগম্বরী। ছপুরবেলায় কি গাছে জল দেয়? এখন যে রোদদূর।

সন্ধ্যাবেলায় গাছে জল দিও। এখন বরং কার্তিক-গণেশকে দুটো

মুড়ি খাইয়ে এস। লক্ষ্মী ছেলে—সোনা ছেলে।

গোবিন্দ। বেশ! সেই ভাল। সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু গাছে জল দেব।

দিগম্বরী। দিও।

গোবিন্দের প্রস্থান ও দিগম্বরী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন

বাঁশ, কাটারী ও দড়ি লইয়া ভোলার প্রবেশ। উঠানে প্রবেশ করিয়া ভোলা

সেগুলি নামাইয়া পরে খটাখট শব্দে বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিল।

দিগম্বরী বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

হাঁসে—ও ড্যাকরা? উঠানের মধ্যে যে বাঁশ কাটতে আরম্ভ করলি? পায়ে চট্টা ফুটবে যে!

ভোলা। আমি ঝাঁট দিয়ে দেব গো দিদিমা, আমি ঝাঁট দিয়ে দেব।

দিগম্বরী। তোকে ঝাঁটও দিতে হবে না, বাঁশও কাটতে হবে না। তুই

উঠানের বাইরে গিয়ে যা করবি—কর গে যা—

ভোলা। দা-ঠাকুরের গাছটার বেড়া দিয়েই যাচ্ছি। অত খাঁক খাঁক কর কেন?

দিগম্বরী। খাঁক খাঁক করি কেন? আরে মলো! উঠানের মধ্যে অশখ গাছ তার আবার বেড়া? বেরো বলছি হতচ্ছাড়া—বেরো—

ভোলা। এঁ্যা—তোমার কথায় গেলাম আর কি? দা-ঠাকুর বলে গেল বেড়াদিত্তি।

দিগম্বরী। দাদা-ঠাকুর বলে গেলো—আর আমি যে বারণ করছি রে মুখপোড়া।

ভোলা। তোমার বারণ শোনে কেডা! দা-ঠাকুর বলে গেল বেড়া দিতি
আর তোমার কথা শুনে কি পিঠের চামড়া খোয়াব?

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

দিগম্বরী। দেখ্ নারায়ণী চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার
দেখ্। উঠানের মাঝে অশথ গাছ পুঁতে, বলে কিনা ছায়া হবে।
আবার ওদিকে দেখ্ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড! আস্ত বাঁশ কাটতে
আরম্ভ করেছে। বলে কিনা বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী। (ভোলার প্রতি) যা বেড়া দিতে হবে না।

ভোলা। আমায় যে দা-ঠাকুর বলে গেল মা-ঠান্—

নারায়ণী। বলুক, আমি বারণ কচ্ছি। (ভোলা বাঁশ কাটিতে লাগিল)
ফের বাঁশ কাট্ছিলস? বারণ করলাম গ্রাহ নেই—

ভোলা। কিন্তু আমায় যে দা-ঠাকুর গালাগাল করবে মা ঠান্?

নারায়ণী। আমি তাকে বলে দেব তুই যা—

বাঁশ কাটারী ইত্যাদি গোছাইয়া

ভোলা। মাঠান দা-ঠাকুর বলে, আপনার কাছ থেকে একটু নলেন গুড়ের
পাটালি চেয়ে খাতি। দা-ঠাকুর একটু খাতি দিয়েলো—বড্ড ভাল
নাগলো মা-ঠান্।

নারায়ণী। দাদাঠাকুর নলেন গুড়ের পাটালি খেতে দিলে।

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ মাঠান। পথে দা-ঠাকুর নলেন গুড় আর
মুড়ি খাতিছিল। আমায়ও একটু দিয়েলো কিনা? বড্ড ভাল
নাগলো মা-ঠান্। তাই দা-ঠাকুরের কাছে আর একটু চেয়েলাম—দা-
ঠাকুরের কাছে আর ছেলনা কিনা—তাই বলে, আপনার কাছে
চেয়ে নিতি।

নারায়ণী। ও আচ্ছা দাঁড়া।—স্বরো—

স্বরধূনির প্রবেশ

ভোলাকে ছুটো মুড়ি আর পাটালি গুড় এনে দেতো...

স্বরধূনির প্রস্থান

দিগম্বরী। আহা—আমর দেখে আর বাঁচিনে! তারি তো কাজ করেছেন, তাই আবার মুড়ি গুড় দেওয়া হচ্ছে! কেন? লোকজনকে এত আস্কারা দেওয়া কেন?

নারায়ণী। একে কি আস্কারা দেওয়া বলে মা? ক্ষিদের জিনিষ খেতে চাইলে তাই—

দিগম্বরী। কেন? গায়ে কি আর গরীব ছুঁখী নেই?

নারায়ণী। ওরাও যে সেই দলেরই মা!

একটা কাঠায় মুড়ি লইয়া স্বরধূনির প্রবেশ

স্বরধূনী। পাটালি গুড় আর একটুও নেই দিদি!

নারায়ণী। সে কি! অতখানি গুড় সবটাই খেয়ে গেছে? নাঃ ওর আলায় জলে পুড়ে মলাম। তবে আর কি হবে, মুড়ি ক'টাই ওকে ঢেলে দে।

ভোলা। তাই দাও দিদিঠান—তাই দাও। নেই তা কি হবে?

মুড়ি লইয়া ও বাঁশ কাটারী গুছাইয়া ভোলায় প্রস্থান

নারায়ণী। দেখ্‌ সুরো, ভাঁড়ারে তালা দিয়ে দিগে—

স্বরধূনী। সেই ভাল। তাহলে রামদা আজ খুব জন্ম হবে।

নারায়ণী। হ্যাঁ—যা।

স্বরধূনির প্রস্থান নারায়ণীও বাইতেছিলেন এমন সময় দিগম্বরী কহিলেন

দিগম্বরী। ঐখানেই তাহলে অশ্ব গাছ হবে?

নারায়ণী। ব্যস্ত হচ্ছে কেন মা? অস্ত বড় গাছ কখনও বাঁচে? ও আপনাই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী। শুকুবে না ছাই হবে। ভাল চাস্ তো উপড়ে ফেলে দে—

নারায়ণী। বাপ্‌রে! তাহলে আর কারো রক্ষে থাকবে না!

দিগম্বরী। কেন? বাড়ী কি ওর একলার? যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে একটা অশথ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ নস্? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মাগো মা! অশথ গাছের ওপর রাজ্যের কাক, চিল, শকুন এসে বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোংরা করবে। আমি তো নারায়ণী তাহলে আর এখানে থাকতে পারবোনা বাপু! ওকে তোদের এত ভয় কিসের জন্তে শুনি? আমার যদি বাড়ী হত নারায়ণী, তাহলে দেখ্‌তাম ও কত বড় বজ্জাত! একদিনে সোজা করে দিতাম।

নারায়ণী। ওর এখনও ছেলেমানুষী বুদ্ধি যাইনি মা। নইলে কি নিজের উঠানে কেউ অশথ গাছ পোতে? দুদিন থাক; তারপরে ও আপনাই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী। ফেলে দেবে? ও কেন দেবে? আমি নিজেই দেবো।

দিগম্বরী গাছটিকে কেলিঙ্গা দিতে উদ্ভত হইলেন তাহাকে বাধা দিয়া

নারায়ণী। না মা ও কাজ করোনা। ওকে চেন না, আমি ছাড়া ওর দাদাও ছুঁতে সাহস করবেন না, আজকের দিনটা থাক।

নারায়ণীর এহান

দিগম্বরী। থাকবে বৈকি? এই দিলাম ফেলে—দেখি ও কি করতে পারে?

গাছটিকে উপড়াইয়া একপাশে কেলিঙ্গা দিয়া এহান

হরিহরের প্রবেশ

হরিহর। দা-ঠাকুর কই গো—দা-ঠাকুর—

স্বরধুনীর প্রবেশ

স্বরধুনী। কে হরিহর?

হরিহর। ই্যা দিদিঠান।

স্বরধুনী। রামদা তো বাড়ীতে নেই—

হরিহর। হাটে গিয়েছেন বুঝি দিদিঠান ?

স্বরধুনী। জানি না—কেন ? কি দরকার ?

হরিহর। বড় দরকার দিদিঠান—বড় দরকার। আজ সকালে একটা নন্দী-নারায়ণের গান বেঁধেছি। দা-ঠাকুরকে না শুয়ে সে গানটা নোকের বাড়ী গাইতে পারছি না। ওঃ—দা-ঠাকুর ভারী বুঝমান্ নোক গো—ভারী বুঝমান্ নোক।

স্বরধুনী। কেন ? আমরা কি গান বুঝতে পারিনে ?

হরিহর। (লজ্জিত হইয়া) তা পারবে না কেন দিদিঠান—তা পারবে না কেন ? তবে কিনা দা-ঠাকুর গানের চরণ শুন্তি পেলেই, অমনি বলে দেবে, কোন্ পালার কি গানের মত।

স্বরধুনী। তা তোমার লক্ষ্মী-নারায়ণের গানটা গাওনা—শুনি। বুঝতে না হয় নাই পারব—তাই বলে কি শুনতেও নেই ?

হরিহর। তা থাকবে না কেন দিদিঠান ? তবে কিনা সম্মাই তো আর আমার গান পছন্দ করে না তাই—

স্বরধুনী। আমি খুব পছন্দ করি হরিহর—

হরিহর। তুমি আর পছন্দ করবানা দিদিঠান ? আচ্ছা, তবে গাই—

গান

নন্দী আর নারায়ণের গুণের কথা কইতে নারি ;

যেমন দেবা, তেমনি দেবী

হার হার ! সবাই বলে বলিহারী !

নন্দী থাকেন প্যাটা নিরে—

নারায়ণ তারেই দিবে

কাজটি হাসিল করে ভাবেন,

হ'ল হার ! কি স্বক্কারি !

একটি বাহন দু'টা জনার,
 গুপের কথা কইব কি আর—
 তাদের ঝগড়া যত, ভাবও তত—
 তা হোক—আগটা ভাল বলতে পারি।

স্বরধুনী। (গীতান্তে) এস হরিহর ! ভাঁড়ারের চাবি খুলে, দুটো চাল বার
 করে দিই—

হরিহর। তা থাকনা দিদিঠান। আর একদিন এসে না হয় নিয়ে যাব।

স্বরধুনী। না-না তাকি হয়—তুমি আমার সঙ্গে এস—

উভয়ের প্রস্থান

নেতার প্রবেশ সহসা গাছটার প্রতি নজর পড়িতেই
 নেতা। যা সর্বনাশ ! একি ! গাছটা কে উপড়ে ফেলে দিলে ? এ
 নিশ্চয় দিদিমার কাজ। যাই, মাকে গিয়ে খবরটা দিয়ে রাখিগে—
 নইলে গোবিন্দর গাছ দেখতে না পেলো—ছোটবাবু এসে আবার
 একটা তছনছ কাণ্ড বাধাবে—

নেতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অপর দিক দিয়া রামের প্রবেশ
 রাম। ব্যাপার কি ! কারো সাড়াশব্দ নেই ! গোবিন্দটাকেও ত' দেখতে
 পাচ্ছি না—সব গেল কোথায় ? (উচ্চৈঃস্বরে) নেতা ও—নেতা ;
 আমার খেতে দাও ; বড় ক্ষিদে পেয়েছে—

নেতার প্রবেশ

নেতা। ছোটবাবু ! আজ আর হাঙ্গামা করোনা। বাবু রেগে আছে,
 মা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি
 উঠে আসে, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্ছি—

প্রস্থান

চুপি চুপি স্বরধুনীর প্রবেশ

স্বরধুনী। রামদা ! তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ? খাবে রামদা ?

রাম। বেলা তিনটে বেজে গেল এখন জিজ্ঞেস কচ্ছে খাৰে রামদা ! ও
নেত্যা পোড়ারমুখী মরবে—মরবে—মরবে—

স্বরধুনী। চুপ্ ! গোলমাল করনা। ঘরে ভাত ঢাকা আছে। ঘর
খুলেদি চুপি চুপি খেয়ে চলে যাও—

রাম। কেন ? আমি চোর নাকি ?—

স্বরধুনী। (হাসিয়া) হ্যাঁ চোরই তো—

রাম। কি ? আমি চোর ?

স্বরধুনী। চোঁচামেচি করনা। শোন, দিদি ভাত বেড়ে ঘরে তাল
দিয়ে রেখে গেছে। জামাইবাবু তোমায় আজ খেতে দিতে বারণ
করেছেন। চুপি চুপি ঘর খুলে দি—খেয়ে পালাও। বলব, বেড়ালে
খেয়ে গেছে।

রাম। (কণকাল চিন্তা করিয়া) তাই দে—ঘর খুলে দে—

স্বরধুনী। এস আমার সঙ্গে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিগম্বরীর প্রবেশ

দ্বিগম্বরী। ও সুরো—সুরো—ওরে ও মুখপুড়ী—

নেপথ্যে স্বরধুনী। বাই মা—

দ্বিগম্বরী। বলি কোন্ চুলোয় আছ ? সবাই মিলে এমন করে জ্বালালে
তো আর পারিনে বাপু !

স্বরধুনীর প্রবেশ

বলি কোন্ চুলোয় ছিলে ?

স্বরধুনী। বরিহর এসেছিল কি না, তাই তাকে দুটো চাল দিতে
গিয়েছিলাম।

দ্বিগম্বরী। চাল দিতে গিয়েছিলে ? বলি তোমার অত গরিপনা করবার
দরকার কি ?

স্বরধুনী। হুপূর বেলায় লোকটা ভিক্ষে চাইতে এল, শুধু হাতে কিরিয়ে দেবো ?

দিগম্বরী। হ্যাঁ দিবি। তোদের থাকতো দিতিস্। পরের জিনিষ হাতে করে দিতে লজ্জা করে না কাঁটা-খাগী ? কার জিনিষ তুই হাতে করে দিস্।

স্বরধুনী। দিদিতো বলেন দিতে তাই—

দিগম্বরী। আহা ! দিদি আর তোমার বলবেন না কেন ? এই বলবেন দাও—তারপর বলবেন ভাঁড়ারে চাবি দিতে। তখন—তখন কি হবে ?

নারায়ণীর প্রবেশ এবং যেখানে গাছ পোতা ছিল সেদিকে লক্ষ্য করিয়া

নারায়ণী। একি ! রামের গাছ কি হল মা ?

দিগম্বরী। একটা গাছ পোতা নিয়ে আর অত আদিখ্যেতা করিসনি নারায়ণী !

নারায়ণী। আদিখ্যেতার কথা নয় মা—আমি শুধু অশান্তির কথাই ভাবছি।

সহসা রামলালের প্রবেশ

রাম। উঃ ! আঃ ! জলে মলাম বোদি—জলে মলাম !

নারায়ণী। কি হল রে ? কি হল ?

রাম। তরকারীতে ভয়ানক ঝাল দিয়েছে—মুখ জলে গেল ! বোদি, মুখ জলে গেল !

নারায়ণী। তোকে যে আজ খেতে দেব না বলে দূর করে দিলাম ; তুই খেতে এলি কেন রে হতভাগা ?

রাম। আর খাবনা বোদি—ওর রান্না আর কখনও খাব না—

নারায়ণী। মা বারবার করে বলি, তরকারীতে অত ঝাল দিওনা।—অত ঝাল খাওয়া এ বাড়ীতে কারো অভ্যাস নেই।

দিগম্বরী। বাল আবার কোথায়? দুটো লক্ষা শুধু শুনে দ্বিগয়ছি, এতেই এত কাণ্ড!

রাম। দুটো লক্ষা? কখনও নয়—মিথ্যুক্ কোথাকার—উঃ! জলে মলাম! জলে মলাম! যা তো—সুরো একটু শুড় এনে দেতো।

সুরধুনী গমনোক্ত

দিগম্বরী। আবার কার হাঁড়ীতে হাত বাড়াতে যাচ্ছি?

সুরধুনী বিরল

রাম। আচ্ছা ওকে যেতে হবে না—আমিই যাচ্ছি। উঃ জলে মলাম—ও ডাইনী বুড়ীর রান্না আর কখনও খাবনা—

বেগে প্রস্থান

দিগম্বরী। (সহসা কাঁদিয়া) ভাইরে কোথায় আছি—একবার ডেকে নে। আর সহ হয় না। আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে জামাইয়ের ভাত খেতে এসেছি? এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও যে শত গুণে ভাল ছিল। সুরো, আর মা যাই—এ বাড়ীতে আর আমরা গলম্পর্শ করব না—

সুরধুনীর হাত ধরিয়া গমনোক্ত

নারায়ণী। মা যদি অজ্ঞায় কিছু বলে থাকি, তো ক্ষমা কর মা।

দিগম্বরী। না আর আটকাসনি নারায়ণী—যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলার মরবো সেও ভাল—তবু তোদের ভাত আর খাবোনা।

নারায়ণী। কার ওপর রাগ করে যাচ্ছ মা? আমরা কি অপরাধ করেছি?

দিগম্বরী। আমি কচি খুকী নই নারায়ণী? সব বুঝি। তোর ইসারা আর আকারা না থাকলে কি ওর অন্ত সাহস হয়? আমি ডাইনী, আমাকে দূর করে দিতে বলে! বেশ তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই গলগ্রহ—পথ ছাড়্ বলাচ্ছি—পথ ছাড়্—

নারায়ণী। মা আজকের মতন মাপ কর মা। আচ্ছা উনি আহ্নন, তারপর যা ইচ্ছে হয় করো।

দিগম্বরীকে বারাতায় বসাইয়া

যা ত সুরো, পাখা আর জল নিয়ে আয় ত—

স্বরধুনী ঘরের ভিতর হইতে পাখা ও জল লইয়া আসিল। নারায়ণী দিগম্বরীর চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

শ্রামলালের অবল

শ্রাম। একি! কি হলো?

নারায়ণী। কিছু হয়নি। তেতে পুড়ে এলে, যাও—যাও, জামা কাপড় ছাড়গে যাও।

দিগম্বরী। (কাঁদিয়া) আমি ডাইনী! তাই তোমার ভাই আমাকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিয়েছে। তাই দাও বাবা, আমাদের তাড়িয়েই দাও—তিনকূলে আর কেউ নেই, তাই তোমার আশ্রয়ে এসেছিলাম।

শ্রাম। (নারায়ণীর প্রতি) মার খাওয়া হয়েছে?

নারায়ণী। না।

শ্রাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ওর ব্যবস্থা করছি।

যান—আমি বলছি যান—যাহোক দুটো মুখে দিনগে নইলে আমার গোবিন্দর অকল্যাণ হবে।

দিগম্বরী। ওই ছেলেটার ভুলেই ত' আরো জড়িয়ে পড়েছি বাবা। তাই ঝাঁটা লাগি ধেয়েও—

শ্রাম। আমি ওর হয়ে কমা চাইছি মা। যাহোক দুটো মুখে দিনগে—আমি এর একটা বিহিত করবোই—

নারায়ণী। যাও মা—তুমি না খেলে, তোমার জামাইও দাঁতে কুটো কাটবেন না। সুরো, মাকে নিয়ে যা ভাই, আমি যাচ্ছি—

স্বরধুনী ও দিগম্বরীর প্রস্থান

শ্রাম। দেখ আর আমার সহ হয় না। রেমোকে নিয়ে আর আমার বাস করা চলে না।

নারায়ণী। কি যে বল?

শ্রাম। ঠিকই বলছি। ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। তোমার মা আমাকে আজ চার পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বলছেন—রাম ঠুকে কারণে—অকারণে যখন তখন অপমান করে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে, বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ করে, ওকে আলাদা করে দেবো।

নারায়ণী। রামকে আলাদা করে দেবে! ওর এখনও ছেলেমানুষী যায়নি। ও বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি?

শ্রাম। বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে সে ওই জানে।

নারায়ণী। ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বুঝি তোমাকে ক্রমাগত ঐ কথাই বলে বেড়াচ্ছেন।

শ্রাম। (লজ্জিত হইয়া) না উনি কিছু বলেন নি—লোকেরও তো চোখ আছে গো! তুমি কি মনে কর আমি কিছুই দেখতে পাইনে, না শুন্তে পাইনে—

নারায়ণী। না, আমি তা মনে করি না। কিন্তু ওর কে আছে? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে? মা আছে, না বোন আছে—না একটা মাসী পিসী আছে? কে ওকে দুটো রেঁধে খাওয়াবে?

শ্রাম। সে সব আমি জানি না। ও যেমন করে পারে চালাক, ওর ভার আর আমি নিতে পারব না।

নারায়ণী। দেখ তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায়, তখন মা আমার মাথায় সমস্ত সংসারটা চাপিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেছেন। তিনি দেখছেন, এ ভায় আমি বইতে পেরেছি কি না। রেঁধেছি, বেড়েছি, ছেলে মানুষ করেছি, লোক লৌকিকতা, কুটুম্ব-সংসার—সমস্ত একটা মাথায় বয়ে আজ আধবুড়ো মাগী হয়েছি। এখন

আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে আস,—আমি তোমাকে
সত্যি বলছি—নদীতে ডুবে মরব। তখন রামকে আলাদা করে দিও—
যেমন ইচ্ছে সংসার কর—আমি বলতেও যাব না—দেখতেও যাব না।

কাঁদিয়া ফেলিলেন

শ্রাম। (বিরক্তভাবে) তোমাদের যা খুসি কর। কিন্তু আমায় যেন
আর কথা শুনতে না হয়।

এখানে

রামের প্রবেশ

রাম। খেতে দাও বৌদি, খেতে দাও—

নারায়ণী। (নিরুত্তর)।

রাম। বা রে! আমার বুঝি ক্ষিদে পায়না?

নারায়ণী। আমাকে বিরক্ত করিসনে রাম—

রাম। না করবে না বৈকি! তুমি আমাকে খেতে দাও—

নারায়ণী। আমি পারব না! নেত্যা আছে, তাকে বলগে যা—

রাম। কেন? নেতাকে বলতে যাব কেন? তোমাকেই খেতে
দিতে হবে।

নারায়ণী। আমি পারব না।

রাম। কি? পারবে না? চল্লুম—আমি চাইনে—চাইনে খেতে—

গমনোচ্ছত

নারায়ণী। তোর হাত থেকে যে কতদিনে নিষ্কৃতি পাব আমি কেবল
তাই ভাবি। এত লোকের মরণ হয়, আমার মরণ হয় না?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাম। ওকি বৌদি কেঁদে কেঁদে বে! (নারায়ণীর নিকট বসিয়া) আমি
আর রাগ কদ্বনা বৌদি—সত্যি বলছি—আমার ক্ষিদে পায় নি।

নারায়ণী। আমিও সত্যি বলছি রাম, আমার আর একদণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছে নেই—

রাম। কি যে বল বৌদি, তার ঠিক নেই। দাঁড়াও—আগে দাঁত পড়ুক, চুল পাকুক, তবে তো ?

নারায়ণী। চুল না পাকতেই আমি একদিন নদীর জলে ডুবে মরব। নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।

রাম। কেন ? কি করেছি বৌদি ? আর কিছু করব না বৌদি—

নারায়ণী। না, করবি না। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস না, দিনরাত ঝগড়া করিস্। সেদিন তুই টের পাবি—যেদিন আর ফিরব না।

রাম। কিন্তু ও আমাকে অমন করে বলে কেন ?

নারায়ণী। বললেনই বা। উনি আমার মা, তোরও তো গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্—ওঁকেও তেমনি ভালবাস্বি।

রাম। হ্যাঁ বাসবো ? ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেবো—

নারায়ণী। চুপ্ কন্ হতচ্ছাড়া—চুপ্ কন্। উনি আমার মা যে !

রাম। তোমার মা তা আমার কি ? আমাদের বাড়ীতে এসে, আবার আমাকেই জব্দ করবার চেষ্টা !

নারায়ণী। রাম তোর আর এখানে থেকে কাজ নেই তাই ; তুই আলাদা কোথাও থাকগে—

রাম। বেশ তো ! বেশ তো ! তুমি আমি গোবিন্দ আর ভোলা। সেই ভাল, চল বৌদি আমরা আলাদা থাকিগে। তা কখন যাবে বৌদি ?

নারায়ণী। আমরা কেউ তোর সঙ্গে থাকব না। তোকে একলা থাকতে হবে।

রাম। না তা আমি থাকতে পারব না।

নারায়ণী। বেশ, তাহলে তুই এখানে থাক। আমার বেদিকে হুঁচোখ যায় আমি চলে যাব।

রাম। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

নারায়ণী। তুই কি টের পাবি আমি কখন যাব? আমি লুকিয়ে চুপি চুপি চলে যাব।

রাম। আর গোবিন্দ? গোবিন্দ কোথায় থাকবে?

নারায়ণী। সে তোমার কাছে থাকবে। তুই তাকে মাহুষ করবি।

রাম। আমি মাহুষ করব? ও বাবা! ওসব আমি পারব না!

নারায়ণী। কেন পারবি না? তোমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে, যেদিকে ছুঁচোথ যায় চলে যাব—

রাম। আচ্ছা, আর যদি তোমার মাকে কিছু না বলি?

নারায়ণী। তাহলে যাব না। তাকেও আর গোবিন্দকে মাহুষ করতে হবে না।

রাম। বেশ! সেই ভাল। আজ থেকে তুমি দেখ, আমি আর কথাটি কইব না। চল খেতে দেবে চল—

নারায়ণী। চ, ভাত খাবি চ—

নারায়ণীর সহিত রামলাল গমনোদ্ভূত—সহসা

গাছটার প্রতি নজর পড়িতেই—

রাম। একি বোদি! গাছটা কে ফেলে দিয়েছে?

নারায়ণী। আমি ফেলে দিয়েছি।

রাম। তুমি গাছ ফেলে দিয়েছ?

নারায়ণী। হ্যাঁ।

রাম। কখনো নয়—

নারায়ণী। আমি বলছি, আমি ফেলে দিয়েছি—আর তুই বলবি না?

রাম। আমার গাছ তুমি ফেলে দিয়েছ? এ কখনই হতে পারে না। এ

ঐ ডাইনী বুড়ীর কাজ—

নারায়ণী। ফের তুই আমার মাকে যা তা বলছিল? এই মা বললি আর কিছু বলবি না—

রাম। তা ও আমার গাছ ফেলে দিলে কেন?

নারায়ণী। বলছি না—মা ফেলে দেন্নি আমিই ফেলে দিয়েছি।

রাম। কেন ফেলে দিয়েছ?

নারায়ণী। বেশ করেছি ফেলে দিয়েছি।

রাম। কি? বেশ করেছ? তোমার গাছ?

নারায়ণী। উঠানের মাঝে ছাইভস্ম গাছ এনে পুঁত্বে, আর কাক শকুনে এসে বাসা বাঁধবে!

রাম। কি? অশথ গাছ, ছাই গাছ? বেশ তো ছায়া হতো—

নারায়ণী। ছায়া তো হতো, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে অশথ গাছ পুঁত্লে কি হয় জানিস্।

রাম। কি হয়?

নারায়ণী। বাড়ীর বড় বৌ মরে যায়—

রাম। (আশ্চর্য হইয়া) মরে যায়! সে আবার কি!

নারায়ণী। হ্যারে হ্যা, মঙ্গলবারে অশথ গাছ পুঁত্লে, বাড়ীর বড় বৌ মরে যায়। পাঞ্জীতে লেখা আছে. দেখগে বা মুখপোড়া—

রাম। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই তো বৌদি?

নারায়ণী। না।

উপড়ান গাছটিকে লইয়া রামলাল বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিল

রাম। দুম্ তোরা অশথ গাছ—তা বেশ করেছ! বেশ করেছ। এস এখন খেতে দেবে এস—



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রামলালের বাড়ী। আজ উঠানের মাঝে একটি চাঁদোরা টাঙান হইরাছে। একটি ঘরের বারান্দায় বাৎসরিক শ্রাধের আয়োজন ও গোহগাহ লইয়া নারায়ণী ব্যস্ত। আজ তাঁহার মাতামহ অর্থাৎ দ্বিগম্বীর পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাধ। ব্যস্তভাবে রামলাল প্রবেশ করিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল।

রাম। বৌদি? গোবিন্দটা কোথায় বলতো?

নারায়ণী। গোবিন্দ? অনেকক্ষণ তাকে তো দেখিনি।

রাম। সে কি করেছে জান?

নারায়ণী। কি করেছে?

রাম। কোথা থেকে দুটো ঘুমুর এনে ভোলাকে দিয়ে বলেছে, এই দুটো কার্তিক-গণেশের গলায় পরিয়ে দে। সাঁতরায়া ঐ বাছুরটার গলায় ঘুমুর বেঁধে দিয়েছে কিনা? তাই দেখে ওরও খেয়াল হয়েছে কার্তিক-গণেশের গলায় ঘুমুর বাঁধবে। আচ্ছা, বলতো বৌদি, মাছের গলায় ঘুমুর বাঁধলে সে কি জলের মধ্যে বাজে? একি বাছুর যে ডাঙ্গায় লাফাবে আর ঘুমুর ঘুমুর করে বাজবে?

নারায়ণী। (হাসিয়া) তোরই তো ভাই পো তার আর কত বুদ্ধি হবে বল?

রাম। না বৌদি, আমি কিন্তু গোবিন্দটার মত অত বোকা ছিলাম না।

নারায়ণী। ছিলিনে আবার! তোর ছিল আরো ছিটিছাড়া বায়না।

দুটো বেলা আমি নিজে হাতে ভাত না খাইয়ে দিলে খেতিস্ না। আর এই নিয়ে নিত্যা বায়না লেগেই থাকতো। এই অস্ত্রে একদিন রাতে আমার কাছে কি মারই না খেয়েছিলি? মনে আছে?

রাম। মনে নেই আবার। বোধহয় পিঠে এখনও সে মারের দাগও আছে

সে কথা মনে করলেও ভয় লাগে ! কিন্তু তোমারও কেমন হয়েছিল ?

আমায় না মেরে ধরে, শেষে নিজেই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসলে—

নারায়ণী । যা যা বকিস্ নে—

রাম । এখন নিজের কথা বলেছি কিনা ? অমনি বকিস্নে—কিন্তু গোবিন্দটা

কোথায় গেল বল দিকি ? মহা মুন্সিলে ফেললে তো !

নারায়ণী । দেখ্‌গে হয়তো সে এতক্ষণ ভোলায় বাড়ীতে গিয়েছে ।

রাম । সেই জন্তে তো আরো ভয় করছে গো ! ভোলায় তো কোন

জ্ঞানবুদ্ধি নেই । গোবিন্দটার কথায় হয়তো সে জলে নামবে ।

কিন্তু আমি ঠিক বলছি বৌদি, ভোলা যদি গোবিন্দর কথায় জলে নেমে

ঘুমুর পরাতে যায় ; তাহলে কর্তিক-গণেশের ঝাপ্টায় ভোলা আজ

মরে যাবে । জলের মধ্যে মাছের গায়ে যে কি রকম জোর ভোলাটা

তো তা জানে না । ভোলা আজ মরে যাবে ।

নেতায় প্রবেশ

নেতা । ছোটবাবু তুমি একবার শিগ্‌গীর পুকুরপাড়ে যাও । দেখ্‌গে

খোকাবাবু কি কাণ্ড করছে !

রাম । ভোলাকে ডেকে এনেছে বুঝি ?

নেতা । হ্যাঁ গো । ভোলাকে ডেকে এনে বলে, তুই জলে নেমে কার্তিক

গণেশের গলায় ঘুমুর পরিয়ে দে ; চিহ্ন হয়ে থাকবে, তাহলে আর

কেউ ধরতে পারবেনা আর আমি ততক্ষণ মুড়ি দিয়ে ওদের ডাকি—

রাম । দেখ্‌লে তো বৌদি, দেখ্‌লে তো ? তা ভোলা জলে নেমেছে তো ?

নেতা । ভোলা কিছুতেই জলে নামতে চাইছে না । বলছে ওরা ঝাপ্টা

দিলে লাগবে ।

রাম । শুধু লাগবে ? মরে যাবে যে ! ও দুটো কি আর মাছ আছে ?

খেয়ে খেয়ে খুশী হয়ে গেছে ! দেখ্‌লো বৌদি, এখন কি করি ?

নেত্য। স্মরণসীও খোকা বাবুকে কত বোকাছে—কিন্তু সে শুনছে না ?
নারায়ণী। দেখ্ রাম, তুই এক কাজ কর। গোবিন্দ যখন আন্নার
ধরেছে—তখন ও সহজে ছাড়বেনা। তুই যা—গিয়ে বলগে যা—যদি
কর্ত্তিক গণেশের কান্ধের ভেতর ঘুমুর ঢোকে, তাহলে কর্ত্তিক-গণেশ
আর বাঁচবেনা !

রাম। ঠিকই তো, সেও ত একটা কথা বটে। আচ্ছা আমি যাই।

ব্যস্তভাবে গ্রন্থান

নারায়ণী। তুইও যা নেত্য। আমার নাম করে গোবিন্দটাকে ভুলিয়ে
ভালিয়ে পাঠিয়ে দে। নইলে ও যখন বায়না ধরেছে, তখন ওকে ঠাণ্ডা
করা শক্ত।

নেত্য। আচ্ছা আমি যাচ্ছি মা।

গমনোক্ত

নারায়ণী। আর দেখ্, ভূতাকে অমনি একবার ডেকে দিয়ে যাস্ তো।
বলবি, সে যেন জালটা নিয়ে আসে।

নেত্য। আচ্ছা মা।

গ্রন্থান

বাড়ীর ভিতর হইতে জামা গায়ে দিতে দিতে গ্রামালালের প্রবেশ

নারায়ণী। কিছু মুখে না দিয়ে বেরুচ্ছে যে ?

শ্রাম। এখুনি ফিরে আসব গো, এখুনি ফিরে আসব। আজকে তোমার
দাদাম'শায়ের বাৎসরিক কাজ, হাজরহোক তিনি স্বর্গগত বুড়ো মাছুষ—
বেশী বেলায় পুরুত এলে পিণ্ডিটা গিলতে দেবী হবে—পিণ্ডি পড়বে যে !

নারায়ণী। (হাসিয়া) বাও বকোনা। এই সাতসকালে বেরুচ্ছ—কখন
ফিরবে তার ঠিক নেই। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে যাও—

শ্রাম। না না, আমি এখুনি ফিরে আসবো—পুরুতকে একটু সকাল সকাল

আসতে বলে এখুনি ফিরে আসছি। তা এদিকের গোছগাছ ঠিক হয়েছে তো ?

নারায়ণী। হ্যাঁ।

শ্রাম। আর ব্রাহ্মণ ভোজনের মাছের কি ব্যবস্থা করলে ?

নারায়ণী। নেতাকে পাঠিয়েছি ভূতাকে ডেকে আনবার জন্যে—

শ্রাম। বেশ করেছে, বেশ করেছে।

গমনোজ্ঞত

নারায়ণী। ওখান থেকে, অমনি কাছারী চলে যেওনা যেন। বাহোক কিছু খেয়ে তারপর যেও—

শ্রাম। আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে।

এহান

অপর দিক দিয়া ভূতাবাসীর প্রবেশ

ভূতো। আমার ডেকেছেন মাঠান্।

নারায়ণী। হ্যাঁ, এখুনি আমাদের ঐ ছোট পুকুরটা থেকে দুটো আড়াই সের ওজনের মাছ ধরে দিতে হবে। পারবি তো ?

ভূতো। তা আর কেন পারব না মাঠান।

নারায়ণী। বেশ, তাহলে ছোট পুকুরটায় জাল ফেল্গে যা—

ভূতো। ছোট পুকুরটা বড় নোংরা মা। নামে ভ্রম্ভতি। তা এই বাড়ীর কাছে বড় পুকুরটায় জাল ফেল্গে হয় না ?

নারায়ণী। নারে না ! অমন কাজ করিস্ নে। তোর দা'ঠাকুর রাগ করবে। ছোট পুকুরটা থেকে বাহোক দুটো মাছ ধরে দিস্।

ভূতো। আচ্ছা তাই দেব মা।

নারায়ণীর এহান। ভূতো গমনোজ্ঞত সহসা দিগম্বরী পিঠন হইতে ডাকিলেন—

দিগম্বরী। এই ভূতো শোন—

ভূতো। আমারে ডাকলে বুড়োমা ?

দিগম্বরী। হ্যাঁ। দেখ, বড় পুকুরটাতেই জাল ফেলিস্—

ভূতো। কিন্তু মাঠান ঘে মানা করে গেল বুড়োমা!

দিগম্বরী। তা করুক। আমি বলছি তুই বড় পুকুরেই জাল ফেলিস্।

ভূতো। দা'ঠাকুর যদি দেখে'তি পায়?

দিগম্বরী। তোর দাদাঠাকুর দেখতে পাবেনা। (আঁচল হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া) আর শোন, এই সিকিটা আমি তোকে দিচ্ছি, তোর ছেলে মেয়েকে খাবার কিনে দিস্। ঐপুকুরের ঘাটে যে দুটো বড় মাছ যুরে বেড়ায়, তারই একটা সিকি তোকে ভুলে দিতে হবে! কি পারবি তো?

ভূতো। তা আর কেন পারব না। আচ্ছা তাই হবে। তুমি আমার ছেলে মেয়েদের খাবার কিনে দিতে গয়সা দিলে, আর তোমার কথা শোনব না? তাহলে আসি বুড়োমা। পের্নাম।

পরান

দিগম্বরী। সুরো—ও, সুরো—

নারায়ণীর প্রবেশ

সুরো কোথায় গেলরে নারায়ী?

নারায়ণী। বড় পুকুরে।

দিগম্বরী। বড় পুকুরে কেন? একবার তো নেয়ে এসেছে। সেখানে আবার কি?

নারায়ণী। তোমার নাতি বায়না ধরেছে মা! বলে, কার্তিক-গণেশের গলায় ঘুমুর পরাবে। তাই তাকে বোঝাচ্ছে।

দিগম্বরী। সে কি লো? মাছের গলায় ঘুমুর পরাবে কি বল?

নারায়ণী। ওর কথা আর বলোনা মা। যেমন ও তেমনি ওর কাকা।

দিগম্বরী। তা যা বলেছি। ওই ছোঁড়াটাইতো ওর মাথাটা খেলে!

নারায়ণী। না মা, রাম ওকে সত্যিই ভালবাসে।

দিগম্বরী। ভালবাসে তা জানি। কিন্তু ওতো ভালবাসা নয়, ওযে আঙ্কারা দেওয়া। যত বড় হবে, তত বেয়াড়া হয়ে যাবে যে !

নারায়ণী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবই শুধরে যাবে মা।

দিগম্বরী। না না, ও ভাল কথা নয়। শেষে আমার গোবিন্দ যে তোর দেওরের মত হবে, সে আমি কখনই সহ্য করতে পারবো না। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে।

নারায়ণী। লেখা পড়া শিখলেই কি সকলে মানুষ হয় মা ? লেখা পড়া শিখেও যারা অমানুষ হয়েছে, তারা আমার রামের মতন হয়নি সত্যি, —কিন্তু তাদের কাছে আমার রাম পাকা সোনা। এতে আমার খাদ নেই—তাইতো ভাবি, গোবিন্দও যদি ওর আওতায় অমানুষ হয়, তো হোক—কিন্তু ও যেন খাঁটা থাকে।

দিগম্বরী। তোর সবই উণ্টো ! ভদ্রলোকের ছেলে লেখা পড়া শিখবে, মানুষ হবে, এইতো আমরা জানি। তা নয়, বাউগুলের মত ঘুরে বেড়াবে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে, সেইটাই কি ভাল ? কাঁটা মারি অমন মানুষ হওয়ার মাথায় !

নারায়ণী। সংসারে কি ভাল কি মন্দ জানিনে মা। কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা যেখানে গিয়ে পড়ে—মনে হয়, সেখানকার সব কিছুই ভাল। তার মধ্যে বুঝি কিছুই মন্দ নেই ! তাই ভাবি, আমার গোবিন্দ যে গাছটাকে সত্যি ভালবেসে আঁকড়ে ধরেছে—তা যদি শিয়ুলগাছও হয় হোক ! কাঁটা বেঁধে বিঁধুক—তবু আমি তার বিশ্বাসে যেন আঁধার না দিই—

এখানে

দিগম্বরী। তাহলে ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাকুক। ছেলে বেয়াড়া হোক ; দেওরের নামে যেমন পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে যাচ্ছে—তেমনি ছেলের নামেও বলুক। জানিনে বাবু—

এখানে

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপরাক্ষ। শ্রামলালের বাড়ীর খিড়কী। খিড়কীর সম্মুখের পল্লীপথ
ধরিয়। জনৈক কৃষক গান গাহিতেছিল

গীত

মানিনী মান ভাঙ গো

একুল-ওকুল মজারে

শ্রাম আছে ঝাঁড়ারে

কদম্বেরই মূলে গো—

মান ভাঙ গো।

ও তার মানের বাঁশী

বাজে নাক আর

কলঙ্কিনী রাখে তুই

করলো অভিসার—

বাঁশী বাজে নাকো আর

মাথা খাস্ মানের বালাই ছাড়লো

মান ভাঙলো—

গীতান্তে কৃষকের গ্রহান

অপরাক্ষ দিয়া সুরধুনী ও রামলালের প্রবেশ। উভয়ের কৌচড়ে পেরারা।

পেরারা লইয়া উভয়ে কাড়াকাড়ি করিতেছিল

রাম। এই নে—আর চাম্‌নে কিন্তু—

সুরধুনী। না, আর চাইব না। দেখি, তুমি কতগুলো রেখেছ ?

রাম। কেন আবার দেখি কেন ? অতগুলো দিলুম তাতে হলোনা ?

সুরধুনী। বড় বড় গুলো নিজে না নিয়ে, ছোট ছোট গুলো আমার দিলে।

রাম। এই দেখনা কোথায় বড় ?

কৌচড় দেখাইল সহসা সুরধুনী একটি পেরারা তুলিয়া লইয়া

সুরধুনী। এই তো—এই তো !



রাম। ওটা নিস্না বলছি স্ত্রী !

স্বরধুনী। না, আমি নেব। তোমার তো আরো কত বড় বড় পেরারা রয়েছে—

রাম। তাতে তোর কি ? আমি যদি না দি। দে বলছি—

স্বরধুনীর হাত হইতে পেরারাটি কাড়িয়া লইল

স্বরধুনী। না দাওতো আর কি করব ! আমি কি ওটা নিজে খাব বলে চেয়েছিলুম ?

রাম। না নিজে খাবি না বৈকি ?

স্বরধুনী। সত্যি বলছি রামদা, আমি ওটা গোবিন্দর জন্তে চাইছিলুম—

রাম। ও গোবিন্দর জন্তে চাইছিলি ? আচ্ছা তবে নে-নে—

পেরারাটি কিরাইয়া দিল

ভোলায় প্রবেশ

ভোলা। দা'ঠাকুর এ ছপুর রোদে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে ?

রাম। এই স্ত্রীর জন্তে দুটো পেরারা পেড়ে দিলাম কিনা !

স্বরধুনী। মিথ্যুক ! আমার জন্তে ? না ভোলা, রামদা পেরারা পাড়ছিল—
—আমি এলুম, তাই মোটে দুটো দিলে ? আর তোমার বলছে যে
আমার জন্তে পেরারা পাড়ছিল। বুঝলে, রামদার সব মিথ্যে কথা।

ভোলা। দাও দা'ঠাকুর দাও। দিদিঠাকরুণের আর দুটো দাও—

রাম। না, আমি আর ওকে দেবো না। নে, তুই একটা পেরারা থা—

ভোলাকে একটা পেরারা দিল

ভোলা। তা ছাও ! নাও—দিদিঠাকরুণ তুমি থাও—

ভোলা পেরারাটি লইয়া স্বরধুনীকে দিয়া দিল

রাম। তুই ওকে দিলি কেন ?

ভোলা। তাতে কি হলো ? এবার মিটে গেল। যাও—দিদিঠাকরুণ
পালাও—পালাও—

পেরারা লইয়া স্বরধুনীর প্রস্থান

রাম । আমি ওটা দেবনা তো—কিছুতেই দেব না—

ছুটিয়া রামলালের এহান

সহসা পুকুরে জাল ফেলার শব্দ হইল

ভোলা । কেডারে ! পুকুরে জাল ফেলে কেডা ?

নেপথ্যে ভূতো । সে খবরে তোর কাজ কিরে ?

ভোলার ছুটিয়া এহান ও অজকাল পরেই জলের মাছসহ

ভূতাকে ধরিয়া ভোলার এবেশ

ভোলা । এই ভূতো—মাছটা জলে ছেড়ে দে বলছি—শিগ্গীর ছেড়ে দে !

ভূতো । হে, তোমার কথায় আমি ছেড়ে দেলাম আর কি !

ভোলা । কি ছেড়ে দিবিনে ?

ভূতো । মাছটা ছেড়ে দেব ত—বামুন খাওয়াবে কিসি ?

ভোলা । কেন পুকুরে কি আর মাছ নেই ?

ভূতো । মাঠাকরুণ এই মাছটারে ধরতে বলেছে ।

ভোলা । কি ? মাঠাকরুণ দাদাঠাকুরের গণেশকে ধরতে বলেছে ?

ভূই চ—আগে দা-ঠাকুরের কাছে চ—

ভূতো । ছেড়ে দে বলছি—ছেড়ে দে—

ভোলা । তোমারে ছেড়ে দেব স্মৃন্দি ? দাঁড়া আগে দাঠাকুর আস্থক ।

তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি ।

ভূতো । আমি কি চুরি করেছি ?

জাল ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল

ভোলা । চূপ্ মেরে থাক । আবার জোর দেখাচ্ছে !

ভূতো । কি—মারবি নাকি ?

ভোলা । তবে রে স্মৃন্দি—

মারিতে উত্তত

ভূতো । গারে হাত দিলে জান রেখে যেতে হবে বলে দিচ্ছি—

ভোলা। এঁ্যা—আবার চোখ রাঙাচ্ছে! দাঁড়া, আগে দা'ঠাকুর
আসুক। তারপর তোরে একে কিলি নেব।

ঘুঁসি পাকাইল

ভূতো। কি মারবি? তবে রে স্মৃন্দি!

ভোলা। গারে হাত তুলিসনে খবরদার বলছি!

ভূতো। তুই আমার জাল ছেড়ে দে—

ভোলা। জাল ছেড়ে দেব? তুই আমার দা'ঠাকুরের গণেশেরে ধরলি
কেন তাই আগে বল?

ভূতো। মাঠাকরুণ বললো—তাই ধরেছি—

ভোলা। মাঠাকরুণ বলেছে—মিথ্যুক কোথাকার!

ভূতো। জাল ছেড়ে দিবে কথা কইবি ভোলা—

ভোলা। জাল ছেড়ে দেব—চ আগে দা'ঠাকুরের কাছে চ। তারপর
তোর মজা দেখাচ্ছি—

ভূতো। দা-ঠাকুরের কাছে যাবে? কেন? আমি কি চুরি করিছি
নাকি?

ভোলা। হ্যাঁ করিছিল। কেন গণেশেরে ধরেছিল?

ভূতো। বেশ করেছি ধরিছি। ছেড়ে দে বলছি—ছেড়ে দে—

ভোলা। তুই আগে দা-ঠাকুরের কাছে যাবি, তবে ছাড়ব—

ভূতো। কি ছাড়বিনি?

ভোলা। না। মেলা জোর কলাস্নে ভূতো—ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি—

ভূতো। তবেই স্মৃন্দি—

ভোলাকে কেলিরা দিরা জাল ছিনাইরা লইরা ভূতোর গ্রহান

ভোলা। আজ্ঞা আমিও দেখাচ্ছি—দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর—শীগ-গির এসো
—শীগ-গির এসো—

রামলালের প্রবেশ

রাম। কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলি রে ভোলা ?

ভোলা। এমোচ ? এমোচ দাঠাকুর ? ভূতো তোমার সর্বনাশ করেছে !

রাম। কি রে ! কি করেছে ?

ভোলা। বামুন খাওয়ানোর জন্তে তোমার গণেশকে ধরেছে !

রাম। সে কি ! আমার গণেশকে ধরেছে !

ভোলা। হ্যা দাদাঠাকুর !

রাম। চ'তো—চ'তো আমি দেখি।

উত্তরের ছুটিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রামলালের বাড়ী। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। বিগধরী শিষ্ট-

শ্রাঙ্কের উত্তোগ আয়োজন লইয়া ব্যস্ত। জালে করিয়া একটি বৃহৎ

মাছ লইয়া ভূতো হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। উঠানের

মাঝে, চান্দোরার নীচে সে মাছটাকে নামাইল

ভূতো। এই নাও বড়ী মা, তুমি যে মাছটারে ধরতে বলেছিলে, সেইটেই এনেছি—

সহসা অপরদিক দিয়া নেতার প্রবেশ। মাছটি ভাল করিয়া দেখিয়া—

নেতা। হ্যারে ভূতো, একে ঘাটে ধরিস্নিতো ? এ ছোটবাবুর কার্তিক-গণেশের একটা নয় তো ?

ভূতো। হ্যাগো—এ যেটো রুই—বড় অবর রুই।

নেতা। (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ তো কার্তিক-গণেশের একটা বলেই মনে হচ্ছে ! আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোক জানে, ছোটবাবুর কার্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরালে ! ধস্তি বা হোক

মায়ার শরীর ! বলি, দুটো তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না ? দশটা লোক খাবে, তা এত বড় মাছেই বা কি হবে গুনি ? লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল—। ছোটবাবু কোথায় গেছে, এসে দেখতে পেল। আর রন্ধে রাখবে না।

দিগম্বরী। জানিনে বাপু অতশত। একটা মাছ ধরেছে—তা সাতগুটি মিলে করছে দেখনা ? লুকিয়ে তো ফেলব, তা বলি বামুন খাবে না ? নেত্যা। তোমার বামুন খাবে তো দুটো আড়াইটের সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু এসে দেখতে পেল। একটা হৈ হৈ কাণ্ড বাধাবে।

ছুটিয়া ভোলা ও রামলালের প্রবেশ

ভোলা। ঐ দেখ—ঐ দেখ—দা-ঠাকুর তোমাদের উঠানে তোমার গণেশ !

রামলাল ছুটিয়া আসিরা সাহটির উপর আছড়াইয়া পড়িল ! পরে ধীরে ধীরে উঠিরা

রাম। হ্যারে ভূতো তুই ভেবেছিস্ কি ?

ভূতো। আমার কোন দোষ নেই দা-ঠাকুর, বুড়ীমা আমারে ধরতে বল্লেন তাই—

রাম। বুড়ী ধরতে বলেছে ? বুড়ীর পুকুর, না মাছ ? তুই জানিস্নে বে ও-মাছ আমার ?

ভোলা। জানে না আবার ? গাঁ শুদ্ধ সম্মাই জানে, আর ও স্মৃন্দি জানে না ?

ভূতো। না দা-ঠাকুর ! তোমার এই ছিচরণ ধরে বলছি, নাম গুনিচি।

কিন্তু কোন্টে তোমার কেন্দ্রিতক আর কোন্টে গণেশ তা জানি নে।—

রাম। তুই কেন ও পুকুরের মাছ ধরলি ? অস্ত্র পুকুরে গেলি না কেন ?

ভূতো। বুড়ীমা ওই পুকুরের মাছই ধরতে বল্লেন। (ট্যাক হইতে

সিকি বাহির করিয়া) এই দেখ, বুড়ীমা আমারে একটা সিকি

বকশিস দিলেন—

ভোলা। সিকি দিলে ! দেখি সিকি—

ভূতোর হাত হইতে সিকি কাড়িয়া লইয়া ভোলার বেগে এহান
ভূতো। দা-ঠাকুর ভোলা আমার সিকি নিয়ে পালালো ? এই ভোলা—
ভোলা—

ছুটিয়া এহান

রাম। এই ভোলা ভূতাকে ধর—ছাড়বি না—

ছুটিয়া এহান

দিগম্বরী। (সহসা উঠেদ্বরে) ওরে কি শত্রুর আমার ! ও হোঁড়া
কবে মরবে রে ! কবে হাড়ে বাতাস লাগবে ! বাসি মুখে এখনও জল
দিইনি ঠাকুর ! যদি সত্যির হও—যেন তে-রাস্তির না পোয়ায়—
তে-রাস্তির না পোয়ায়—

ঘরের ভিতর হইতে বেগে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। মা—মা—মা—!

চৈগমেচি গুনিয়া ডামলালের প্রবেশ

শ্রাম। কি ? ব্যাপার কি ?

দিগম্বরী। আমার ঘাট হয়েছে বাবা, কিন্তু কেমন করে জানব বল যে,
পুকুর থেকে বায়ুন ভোজনের জন্তে একটা মাছ ধরালে মহাতারত
অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

শ্রাম। কি হয়েছে রে নেত্যা ?

নেত্যা। (মাছটি দেখাইয়া) এটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্রাম। এটা রেমোর কার্তিক-গণেশের একটা নাকি ?

নেত্যা। হ্যাঁ।

দিগম্বরী। এমন কাণ্ড হবে জানলে, বায়ুন খাওয়ানোর কথা মুখেও
আনতাম না বাবা, ও নিজে কেনইবা হকুম দিয়ে ধরালে, আর এখন

কেনইবা এমন খারা করছে, তা জানিনে। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা। এখানে আর একদণ্ডও থাকতে ভরসা হয় না। (কাঁদিয়া) এমন করে কপালই যদি আমার না পুড়বে ত' এমন ভাই-ই বা মরবে কেন? বাবা আমরা নিতান্ত নিরুপায়—তাই হাত জোড় করে বলছি—যেমন করে হোক আমাদের একটা উপায় করে দাও—

শ্রাম। উপায়! ই্যা উপায় একটা কন্সতেই হবে—উপায় একটা কন্সতেই হবে।

বিরক্তভাবে শ্রামলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অন্ত ঘরে দিগম্বরীর প্রস্থান
স্বরধূনির প্রবেশ

স্বরধূনী। দিদি, গোবিন্দ পুকুরে গিয়ে ঝাঁপাই বুড়ছে। কত ডাকা-ডাকি করলাম, কিছুতেই উঠলো না। বল্লে, গণেশটাকে দেখতে পাচ্ছি না, বোধ হয় পাকের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে—

নারায়ণী। যা হয় করুক, আমি আর পারি না—

নেত্যা। চল সুরো মাসী, আমি ভুলিয়ে গোবিন্দকে তুলে আনছি—

উভয়ের প্রস্থান

রামের প্রবেশ

রাম। বৌদি তাহলে তুমি এর বিহিত করবে না?

নারায়ণী। বিহিত আবার কি করব? আমিই ধরিয়েছি—

রাম। কি, তুমি ছকুম দিয়ে গণেশকে ধরিয়েছ?

নারায়ণী। বেশ করেছে! ধরিয়েছি।

রাম। কি বেশ করেছে?

নারায়ণী। মাছ কি তোর একলার?

রাম। ই্যা। কার্তিক-গণেশ আমারই তো। আমি তো খাইয়ে খাইয়ে

ওদের অন্ত বড় করেছে।

নারায়ণী। তোকেও ত' খাইয়ে আমি এত বড় করেছি। তোর কান্তিক-
গণেশের ওপর কি আমার এতটুকু অধিকার নেই রে? আমার দাদা-
মশায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। পাঁচজন বামুন খাবে তাই—

রাম। কিন্তু আরো তো পুকুর ছিল, আরো তো মাছ ছিল ও দুটোর
ওপরই বা ওর বাবার এত লোভ পড়ল কেন?

নারায়ণী। আমার মায়ের বাবা তুলিস্নে রাম—

রাম। বেশ করব, ওর বাপ তুলবো। ও আমার গণেশকে ধরালে
কেন? বলো ধরালে কেন?

নারায়ণী। মা ধরাননি, আমি ধরিয়েছি।

রাম। তুমি ধরিয়েছ, কথখ্নো নয়—এ ঐ ডাইনী বুড়ির কাজ। ও মরে
আর জন্মে মেছো পেত্নী হবে—

সহসা ঝড়ের স্তায় দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। হারামজাদা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমাকে
বলে কিনা মেছো পেত্নী হবে? তোর মা পেত্নী হয়ে আছে কিনা?

রাম। দেখ, দেখ বৌদি, আমার মাকে পেত্নী বলছে—

নারায়ণী। মা; আমার স্বাগুড়ী স্বর্গে গেছেন, তাঁকে ধরে টাঙাটানি
করছ কেন মা?

দিগম্বরী। আহা! আর ও যে আমার ঝিনু, তা শুধিতে পেলিনে তো?

নারায়ণী। জানইতো ওর কথাই ঐ রকম। তুমি যদি একটু চুপ করে
থাক—

দিগম্বরী। কেন? তোর বাড়ীতে এসেছি বলে ঝাঁটা লাগি যা মারবে
তাই সঙ্ক করতে হবে?

নারায়ণী। তোমাদের যা খুসি কর মা—আমি আর তোমাদের সঙ্গে
পারি না।

দিগম্বরী। তা পারবি কেন ? ও যে দেওর। আপনার জন। বলি, অপমান করানোর জন্তে এ বাড়ীতে আমাদের আনার দরকার কি ছিল ? আমরা না হয় খেতে পেয়ে মরে যেতুম। তাই বলে, বাপ মা খেগো হাড় হাবাতে যখন তখন অপমান করবে ?

রাম। খবরদার বলছি, বাপ মা খেগো বলোনা—

দিগম্বরী। বেশ করব বলবো। তুই আমার বাপ তুলসি কেনরে ডাকুরা ?

রাম। বেশ করেছি বাপ তুলেছি। তোর বাবা আমার মাহ খেলে কেন ? বল ?

দিগম্বরী। কেন বাপ, তুলছিস ?

রাম। হ্যাঁ, তুলবোইতো। কেন তুই আমার ‘গণেশকে ধরালি’—

নেপথ্যে নারায়ণী। রাম ! রাম !

দিগম্বরী। কি ? বাপ, তুলবি—দাঁড়া দেখাচ্ছি—কোঁটিয়ে বিব ঝেড়ে দিই।—যেমন কুকুর তেমনি মুণ্ডর হওয়া চাইতো—

বারাণসীর নীচে একগাছা ঝাঁটা পড়িয়াছিল দিগম্বরীর তাহা লইয়া রামলালকে মারিতে উত্তত হইলেন

রাম। তবে রে ডাইনী !

রামলাল দিগম্বরীকে লক্ষ্য করিয়া পেরারা ছুঁড়িল। এমন সময় নারায়ণী রামকে বাধা দিবার জন্ত ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। পেরারাটি দিগম্বরীর না লাগিয়া নারায়ণীর কপালে পিয়া লাগিল। নারায়ণী—উঃ ! শব্দে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। রামলাল ভয়ে ছুটিয়া পালাইল।

দিগম্বরী। ওরে কে কোথায় আছিস—শীগগির আর, রামা আমার নারায়ণীকে ঘেরে ফেলেছে রে—ঘেরে ফেলেছে—

ভ্রামলাল, হরদুখী ও নেতায় ব্যতভাবে অবশ

ভ্রাম। কি হল ? কি হল ?

দিগন্তরী। তোমার ভাই আমার নারায়ণকে মেরে ফেলেছে বাবা, মেরে ফেলেছে—

শ্রাম। যা তো নেতা, চট্ট করে জল আর জ্বাকড়া নিয়ে আয় তো। স্মৃতি একথানা—পাখা-পাখা—

নেতা ও স্মৃতি বথাক্রমে জল ও পাখা আনিল। নেতা কতদূর জলপট্টা বাঁধিয়া দিল!

আজ তোমাকে দিব্যি দিচ্ছি—যদি তুমি ওকে ডেকে খেতে দাও, যদি কোনদিন তুমি ওর সঙ্গে কথা কও—কি ওর কথায় থাক, সেদিনই যেন তুমি আমার মাথা খাও—

নারায়ণী। চূপ্ কর গো চূপ্ কর! ওকি দিব্যি দিলে!

শ্রাম। আমার এতবড় দিব্যি যদি তুমি না মান, সেই দিনই তোমাকে যেন আমার মরা মুখ দেখতে হয়—

নারায়ণী। ওগো—মাগো।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপরাক। ভজহরির দোকান। দোকানের সামনে জিনিষপত্র কিছুই সাজান-

গোছান নাই। কেবলমাত্র দোকান ঘরের দরজাটি খোলা আছে। এ

দোকানে মুদিখানা, মণিহারী সব রকম জিনিষই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ভজহরি দোকানের সামনে একটি টুলে বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

এমন সময় ভূতো প্রবেশ করিল

ভূতো। হু পরসার বিড়ি দাওতো—

ভজহরি। দিই। (বিড়ি গুণিতে গুণিতে) কিরে ভূতো ওদিকের
খবর কি?

ভূতো। কার কথা জিজ্ঞেস্ করছ?

ভজহরি। ঐ যে রে—শ্রামঠাকুরের বাড়ীর?

ভূতো। ও। শোননি? শ্রামঠাকুরের বোঁটারে না মেরে, শ্রামঠাকুর
গাঁ ছেড়ে পেলিয়েছে—

ভজহরি। হ্যাঁ তাতো শুনেছি। আবার শুনেছি নাকি বাড়ীর উঠানে
বেড়া পড়েছে? শ্রামঠাকুরেরে পেম্ৎক করে দিয়েছে—

ভূতো। হ্যাঁ গো! তাই তো দেখে এলাম। শোনলাম, শ্রামঠাকুরের
বোঁ, আমাদের মাঠান্—খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি
করছে—

ভজহরির দোকানের সামনে দিয়া রাগহরি বাইতেছিল।

ভজহরি তাহাকে ডাকিল—

ভজহরি। এই যে! এস রাখ ভাই! এস। বস, বস।

রাখহরি। না, আর এখন বসব না। একবার বাড়ীর দিকি বাই।

বৌ-টা তো চোপর রাতদিন কাঁদাকাটি করছে।

ভজহরি। আহা! তা আর করবে না? অত বড় সোমথ ছেলে! এই বয়সে কোথায় তুমি একটু বিছিন্ন করবে, তা নয়—আবার সব সংসারের ভারটাই তোমার ঝাড়ে এসে পড়ল।

রাখহরি। অদেষ্ঠ! অদেষ্ঠ। নইলে অতবড় জোয়ান ছেলেটা ধড়কড়িয়ে যাবে কেন বল?

ভজহরি। আহা! বড়ই কষ্টের কথা। কি করবা কপালের দুঃখ বা নেখা আছে, সেত আর কেউ নেবে না, তাই তো সেদিন যত্ন মোড়লরে বললাম, শুধু শুধু ডাক্তারের দোষ দিলি কি হবে? অদেষ্ঠ,— অদেষ্ঠ। এই নে ভূতো তোর বিড়ি—এই নাও, রাখ ভাই— তানাক খাও—

ভূতাকে বিড়ি দিয়া হ'কা হইতে রাখহরির হাতে

কলিকাটি তুলিয়া দিল।

ভূতো। হ্যাঁগা, বলি ক'টা বিড়ি দিলে?

ভজহরি। কেন ছ'টা?

ভূতো। দুপয়সায় ছ'টা বিড়ি? এঁ্যা!—

ভজহরি। হ্যাঁরে, দর চড়ে গিয়েছে। এখনও তবু পাওয়া যাচ্ছে—

এরপর পয়সা দিয়েও পাবিনে। যা দিয়েছি, নিয়ে যা—

ভূতোর প্রস্থান

রাখহরি। (কলিকাটি রাখিয়া) শুনেছ ভজভাই, শ্রামঠাকুর নাকি তার ভাইকে আলাদা করে দিয়েছে। আহা ছেলোমহুব! কথাটা শুনে বড়ই কষ্ট হোল—

ভজহরি। ছেলেমানুষ বলে আর কত সয় বলে? একেবারে তেতো হয়ে গিরেলো—বুঝ্লে, নইলে শ্রামঠাকুর নৌক খারাপ নয়—

রাধহরি। তা হোক। কিন্তু এ কাজটা ভাল চরনি। ছেলেমানুষ, আহা! কিন্তু রামঠাকুরের প্রাণটা ভাল গো—প্রাণটা ভাল—গরীব দুঃখীর ওপর ভারী নয়—

একটা বোতল হাতে লইয়া ক্যাব্‌লার প্রবেশ

ক্যাব্‌লা। হু পয়সার তেল দাও ত?

ভজহরি। হু পয়সার কেরাসিন তেল! সেদিন আর নেই রে ক্যাব্‌লা—
সেদিন আর নেই।

ক্যাব্‌লা। সে কি গো! দুদিন আগেও ত নিয়ে গেলাম।

ভজহরি। তেল কি আর পাওয়া যাচ্ছে? এখন এক পাইন্ট—দশ আনা।

ক্যাব্‌লা। তা বাহোক এখন দু'চার পয়সার দাও ত? অন্ধকারে ত আর পূজোর জায়গা সাজান-গোছান যাবে না। তেল ত চাই।

আজ বাদেই কালই যে রন্ধেকালী পূজো—

ভজহরি। তোদের পূজো হবে?

ক্যাব্‌লা। হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

ভজহরি। তা তোদের দা-ঠাকুর ত দেশছাড়া—

ক্যাব্‌লা। দা-ঠাকুর ঠিক এসে যাবে।

ভজহরি। (গ্লোব হাসিয়া) এসে যাবে কি? ওদিকে যে শ্রামঠাকুর তারে ভের করে দিচ্ছে। এসে থাকে কি?

ক্যাব্‌লা। দিচ্ছে—দিচ্ছে—তাতে তোমাদের কি? তেল দেবে কিনা বল?

ভজহরি। না না, ও দু' পয়সার তেল হবে না—

ক্যাব্লা। বেশ, তবে এক পাইন্টই দাও—এই নাও, তোমার দশ আনা।

ট্যাক হইতে পরসি বাহির করিতে উত্তত হইল

ভজহরি। শুধু শুধু তেল পুইড়ে আর কাগজের ছিকলি-নিশানা তৈরী করতে হবে না? শুন্লি ত তোদের দা-ঠাকুর নেই—নমো নমো করে পূজো সারগে যা ক্যাব্লা—নমো নমো করে পূজো সারগে যা—
ক্যাব্লা। তোমরা ত তাই চাও কিনা? গেরাম-ঘরে একটা ভাল কাজ হচ্ছে দেখে, তোমাদের একেবারে বুক পুড়ে যাচ্ছে।—দা-ঠাকুর নেই শুনে, ভারী কুর্তি হয়েছে সব, কেমন? তেল না তয় তুমি না বিক্রি করবা—গীয়ে কি আর দোকান নেই? চলাম।

বোতল লইয়া গ্রন্থান

অপরদিক দিয়া নীলমণি ডাক্তারের ব্যস্তভাবে প্রবেশ।

ডাক্তার হাতে ব্যাগ, বগলে জাত।

ভজহরি। (দোকান হইতে বাহির হইয়া) এই যে ডাক্তারবাবু, পেলাম।

নীলমণি। কিরে ভজ, খবর সব ভাল ত?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনার আশীর্বাদে—

নীলমণি। তারপরে ওদিকে সব শুনেছিস্ ত?

ভজহরি। রামঠাকুরের কথা বলছেন তো?

নীলমণি। (হাসিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন? বলেছিলাম কিনা? এমন যে হবে এ জানাই ছিল। (সহসা রাখহরিকে দেখিয়া) ওখানে বসে কে? রাখ না?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

নীলমণি। কিরে রাখ? তোদের দাঠাকুর যে গ্রামছাড়া—!

রাখহরি। সে ত ভাল কথা ডাক্তারবাবু! ঘরে-দোরে আগুন দেবার ভাবনা থেকে আপনি নিশ্চিন্ত হলেন!

নীলমণি। দেখছিস্ ত ভজ? দেখছিস্ ত? সেদিন অত বড় ছেলেটা

ম'ল—তবু এখনো তেজ যায়নি ! বিষ দাঁত ঠিক আছে । ঠেস দিয়ে আবার বলে কিনা আপনি নিশ্চিন্দা হলেন ! ছোটলোক কোথাকার—

রাখহরি । ডাক্তারবাবু ! মড়ার উপরি আর খাঁড়ার দ্বা দিও না । বুকির মধ্যী জ্বলুনি এখনো যায়নি । আমার তালের চারার মত ছেলেটা যে কেন ম'ল—সে আর গাঁয়ের লোকের জান্তি বাকী নেই ? তা নিয়ে আর কথা বাইড়ো না ।—যেখানে যাচ্ছে যাও—

নীলমণি । কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! মুখে লাগাম দিয়ে কথা কইবি—

রাখহরি । নাগামই দিয়েলাম । কিন্তু কি কস্ব, গাড়োয়ানের মারের চোটে নাগাম খুলতে হ'ল । তোমারে শুধু একটা কথা বলে যাই নীলমণি ডাক্তার, আমার একটা ছেলে তোমার জন্তি মরছে, যদি সব ক'টা যায়—তবু তোমারে আর ডাকব না । শ্রামঠাকুর যাই ভালমানুষ নোক—তাই আবার তোমারে ডেকেছে । আর সেই জন্তিই তোমার বকের ছাতি দশহাত হয়েছে—তা জানি । কিন্তু দা-ঠাকুর আর যাই হোক গরীবের মা-বাপ, সে দেবতা ! তোমার মত চামার লয় ! তুমি ডাক্তারি কর না—নোকের মুখে নাগাম দিয়ে তুমি কর গাড়োয়ানী । তুমি গাড়োয়ান—তুমি গাড়োয়ান—

বেগে প্রস্থান

নীলমণি । কি আমি গাড়োয়ান ! ছোটলোকের এতবড় আশ্পর্ক ! আমি ওর নামে নালিশ করব । আমি ওকে ভেলে পাঠাব—তুই সাকী—ভজ, তুই আমার সাকী—*

বেগে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রামলালের বাড়ী। তিনদিনের পরের ঘটনা। বাড়ীর মাঝে ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীটিকে দুইভাগ করা হইয়াছে। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। স্বরধুনী তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইয়া শঙ্খধ্বনি করিল ও পরে তুলসী-মন্ডপে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে রামলাল চুপি চুপি আসিয়া পথের ধারে বেড়ার পাশ দিয়া উঁকি দিল। বেড়ার অপর পার্শ্বের লোকটাকে চিনিতে না পারিয়া স্বরধুনী কহিল—

স্বরধুনী। কে?

রাম। আমি রে আমি।

স্বরধুনী। কে? রামদা?

রাম। হ্যা—কিন্তু এ সব ব্যাপার কি?

স্বরধুনী। তুমি পরশু চলে যাওয়ার পর, পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে জামাইবাবু তোমাকে আলাদা করে দিয়েছেন। ঐ দিকটা তোমার—

অজুলি সঙ্গেতে ঘর দেখাইয়া দিল

রাম। বেশ। কিন্তু বোধি কোথায়?

স্বরধুনী। দিদি ও ঘরে শুয়ে। তুমি যেন ওদিকে যেওনা। জামাইবাবু আছেন। জামাইবাবু বলেছেন, এদিকে এলে তোমার পা ভেঙ্গে দেবেন। তুমি চুপি চুপি তোমার ঘরে চলে যাও—আর দেয়ী কর না।

রাম। তা না হয় বাচ্ছি। কিন্তু কি অজ্ঞান বল্ দেখি? শুধু শুধু আলাদা করে দিলে? এখন কি খাই, কি করি বল্ দেখি?

স্বরধুনী। কেন? তুমি রেঁধে খেতে পারবে না?

রাম। দুঃ—দুঃ—ওসব আমার ছাত্রা হবে না। মরুক গে—না হয় নাই

খাব। কিন্তু আলাদা করে দেবার আগে, আমার একবার বলা উচিত ছিল তো? আচ্ছা, আলাদা করে দেওয়ার বৌদি মত দিলে?

স্বরধুনী। দিদি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

রাম। (হাসিয়া) আমি জানি কিনা, বৌদি আলাদা করে দিতে পারে কখনও—

স্বরধুনী। কিন্তু কেন তুমি শুধু শুধু আমার মার সঙ্গে ঝগড়া করলে বল দিকি?

রাম। তোর মা যখন তখন আমায় গালাগাল মন্দ করে কেন?

স্বরধুনী। মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি একটু খিটখিটে, কিন্তু তুমি তো তাঁর কথা কানে না তুললেই পার।

রাম। মনে ত করি, কিন্তু তোর মা যে কানের মধ্যে কথাগুলো একেবারে শুঁজে দেয়। সেদিন যদি তোর মা আমার গণেশকে না ধরাতো— তা হলে তো আমি কিছুই বলতুম না।

স্বরধুনী। মা না হয় তুল করে মাছটাকে ধরিয়েছিলেন। তুমিও তো মার বাপ তুলে—

রাম। তোর মা ইচ্ছে করে আমার গণেশকে ধরিয়েছে—

স্বরধুনী। মা না হয় অন্যায় করেছেন স্বীকার করলাম; কিন্তু তোমারও তো বাপ তোলা উচিত হয় নি।

রাম। দেখ্‌ সুরো, তোকে আমার ভাল লাগে কিন্তু তোর মার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তোর ওপরও রাগ হয়। আচ্ছা, তুই, বৌদি, তোদের ছুবোনের এত দয়া মায়া আর তোর মা-টা অমনধারা কেন বল দিকিনি? আমি সত্যি বলছি সুরো—দেখে নিস্—ও মরে নিশ্চয়ই পেরী হবে।

স্বরধুনী। হিঃ রামদা! ও কথা কি কলতে আছে? হাজার হোক উনি তো আমার মা!

রাম। তা বটে ! তোর আর বোদির সামনে পেঁয়াজী বলাটা ঠিক হয় না।

তোদের যখন মা, তোদের তো কথাটা গায়ে লাগতেই পারে। দেখ, তোরা আসবার আগে, আমরা ভালই ছিলাম। বগড়া-বাঁটি অবশ্য ছিল বটে—কিন্তু এত ঘোরপ্যাচ ছিল না।

স্বরধুনী। (লজ্জিত হইয়া) তা সত্যি। আমরা এসেই তোমাদের যত অশান্তি।

রাম। না না, তোর জন্তে নয়—তোর জন্তে নয়—তুই খুব ভাল মেয়ে।

তোর মা-টা যদি না আসত তাহলে ভাল হ'ত। আচ্ছা তোর মাকে অন্ত কোথাও পাঠিয়ে দেনা কেন ?

স্বরধুনী। কোথায় পাঠাব রামদা সে উপায় যে নেই !

রাম। কেন ? বোদি ছাড়া কি তোদের আর কেউ নেই ?

স্বরধুনী। না।

রাম। তবে আর কি হবে ? বাই—আলানাই থাকি গে, (ছ' একপদ অগ্রসর হইয়া ফিরিল) আচ্ছা তুই একটু লুকিয়ে-টুকিয়ে গিয়ে আমার ছুটো ছুটো রেঁধে দিবে আসতে পারিস ?

স্বরধুনী। মা, দিদি, কি নেত্য, এরা যদি কেউ দেখে ফেলে ?

রাম। তবে থাক। তবে কাজ নেই।

স্বরধুনী। তুমি একটু চেষ্টা করো, তাহলেই পারবে। আমি বরং, সুবিধে বুঝে ছনটা মসলাটা দিয়ে আসব—

দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। ওখানে কার সঙ্গে কথা কইছিল রে সুরো ?—

স্বরধুনী। (সুর বদলাইয়া) তুমি এদিকে কেন ? তোমার ঐ দিকটা—

দিগম্বরী। নারায়ণ দেওর বুঝি ?

স্বরধুনী। হ্যাঁ মা।

দিগন্তরী। ও আবার এদিকে কেন ? ওকে বলে দেনা জোর জামাইবাবু
কি বলেছে—

স্বরধুনী। জামাইবাবু বলেছে, তুমি এদিকে এলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে
দেবে। আর কি বলেছে মা ?

দিগন্তরী। মাথার দিবিয় কথাটা বল না ন্যাকা মেয়ে—

স্বরধুনী। জামাইবাবু দিদিকে দিবি দিয়েছেন, তোমাকে খেতেও
দেবে না—আর তোমার সঙ্গে কথাও বলবে না।

বেগে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। আচ্ছা, হয়েছে—হয়েছে, তুই চুপ, কম—

রামলাল নারায়ণীকে দেখিয়া সাগ্রহে ডাকিল—

রাম। বোদি ! বোদি !

নারায়ণী। হ্যাঁ। কিন্তু আর এদিকে নয়—ওদিকে—

নারায়ণী অঙ্গুলী নির্দেশে রামলালের অংশ দেখাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যে

চলিয়া গেলেন। রামলাল মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে

নিজের অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামলালের গৃহের অংশ—ভোলা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া

ভোলা। এ ক’দিন কোথায় গিয়েছিলে গো দাঠাকুর ! তোমার ছিটি
সংসার এগুলো বসে রয়েছে।

রাম। কে তোকে আগ্লাতে বলেছে ? সব ফেলে দে—দূর করে দে—

বারাণ্ডার বাসন-কোসনকে কেলিয়া দিল

ভোলা। রাগ কর কেন না-ঠাকুর—রাগি কর কেন ? বাসন-কোসন

কি অমন করে ফেলে দেয় ? রাঁধু বা বাড়ু বা কিসি ?

রাম। সব দূর করে দে—আমি রাঁধতেও চাই না—খেতেও চাই না।

ভোলা। কেন ? দিবি্য করে উনোন পেতে দিয়েছি, চাল ডাল ধুয়ে রেখে দিয়েছি ? ভাতে ভাত চইড়ে দাও—

রাম। উনোন পেতে রেখেছি। তো আমার মাথা কিনে রেখেছি। আর কি ? কেন ? অমনি দুটো চড়িয়ে দিতে পারিস্ নি ?

ভোলা। আমি চইড়ি দিলি তাকি তুমি খেতে পার দাঠাকুর ?

রাম। কেন খেতে পারব না, খুব পারব। তোর হাতের রান্নাই আমি খাব।

ভোলা। তা হয় না দাঠাকুর ? মাথা খাও—কথা শোন, ভাত দুটো চইড়ে দাও। ফুটলি পরে নেইমে নিও। তোমায় আস্তি দেখে উহুনে আগুন দিয়ে দিইছি, চাল ডাল সব ধুয়ে হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখেছি। যাও কথা শোন, ঘরে গিয়ে চেপিয়ে দাওগে—

রামলাল ঘরের ভিতর গিয়া কিছুক্ষণ পরেই আবার কিরিয়া আসিল

রাম। বুঝলি ভোলা, তুই আমার চাকর। আজ থেকে তুই আর ও বাড়ী যাবিনে—

ভোলা। না দাঠাকুর। আমি তোমার কাছেই থাকব—

রাম। আর বুঝলি ভোলা—ও বাড়ীর কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙ্গে দিবি—

নেতা ভ্রামলালের ঘর হইতে বাহির হইল। তাহাকে দেখিয়া

নেতা আশ্চর্য না একবার এদিকে—

নেতা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল

ভোলা। চাল কটা চেপিয়ে দিয়েছ তো দাঠাকুর ?

রাম। হাঁ। আমি ওয় দিবি্য মানিনে। ও ! ভারীতো দিবি্য !

ও কে ? যে ও দিবি্য দেয় ? কি বলিস্ ভোলা ?

ভোলা। ঠিকই তো।

রাম। ও কি আমার আপনার দাদা! ও কেউ নয়—ওর কথা আমি মানিনে।—আমি কি বৌদিকে মেরেছি? আমি তো ডাইনীবুড়ীকে মারতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ বৌদির কপালে লেগে গেল! কিন্তু ওরা দিব্যি দিতে আসে কেন?

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

গ্রামলালের গৃহের অংশ। ইতিমধ্যে নেতা আসিয়া কাচা কাপড়গুলি উঠানে

কোঁচাইতেছিল। রামলালের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

দিগম্বরী বড়ের স্তায় প্রবেশ করিলেন

দিগম্বরী। শুনছিচ্ তো নেতা? শুনছিচ্ তো? একে কি গারে পড়ে ঝগড়া করা বলেনা?

নেতা। চুপ কর দিদিমা, চুপ কর। এই রাত্তির বেলায় আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করোনা।

দিগম্বরী। আহা! বাছার কি বুদ্ধি! বুঝি নেতা, একটা—পেতলের হাঁড়ীতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে, রান্না চড়িয়েছে। তাতে জল দিয়েছে—এক ফোঁটা! খাবে তো একজন, রান্না চড়িয়েছে—দশজনের। তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে? ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে? না ঐটুকু জলের কম? তাত রাঁধবো তো এমন জল দোব যে আর দেখতে হবে না? চোখ বুঁজে সেদ্ধ হবে। কৈ রাঁধুক দেখি আমার সঙ্গে?

ইতিমধ্যে দ্বিগম্বরী আসিয়া বেড়ার কাঁক দিয়া উঁকি দিতে ছিল

নেতা। দিদিমার এক কথা! ও কি কোনদিন একঘটা জল গড়িয়ে ধেয়েছে যে রাঁধবে?

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী । সুরো খাবি আর—রাত হয়েছে ।

সুরধুনী । ও দিদি দেখবে এস, রামদা মাগো ! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো
নামিয়ে, খালায় ঢালুলো ।

নারায়ণী । ঢালুক । তুই আর—

দিগম্বরী । জামাইয়ের খাওয়া হয়েছে ?

নারায়ণী । হয়েছে । রাত অনেক হয়েছে মা, তুমিও একটু কিছু মুখে দাওগে—

দিগম্বরী । তুই আগে দুটো খেয়ে নে—

নারায়ণী । আমার ক্ষিদে নেই মা, খাব না ।

দিগম্বরী । যা পারিস্ দুটো খেয়ে নে নারায়ণী । ও তাড়সে জরের মত
হয়েছে, ওতে খাওয়া চলে ।

নারায়ণী । না মা, তোমরা খাওগে—

দিগম্বরী । ভাত না খাস্ হু'ধানা কুটি করে দি না হয় ?

নারায়ণী । না কিছু নয়, আর সুরো—

সুরধুনীকে লইয়া নারায়ণীর প্রস্থান

দিগম্বরী । ও আবার কি কথা ! ক'দিন থেকে উপোষ করে রয়েছিস্,
আজ দুটো না খেলে হবে কেন ?

নেত্যা । তুমি মিথ্যে বকে ময়ছো দিদিমা । ঐখানে দাঁড়িয়ে সারারাত
চৈতালেও মাকে খাওয়াতে পারবে না ।

কাপড় লইয়া নেতায় প্রস্থান

দিগম্বরী । জানিনে বাপু । নাগলে টাংলে একটু জরভাব হয়, তাই বলে
কি মাছুষ উপোষ করে থাকে ? আমরা তো পারি না ।

রামলালের গৃহের অংশ। রামলাল ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল

রাম। কি বলিস্ ভোলা, আমার কি ক্ষতি হল? এই তো দিব্যি রে'খে
বেড়ে রাখলুম, এখনই গিয়ে খাব। কিন্তু আমার জন্ম করবে বলে,
বারা আমার আলাদা করে দিয়েছে—তারা যদি কেউ আমার দিকে
আসে, তাহলে তাদের পা ভেঙ্গে দিবি—

ভোলা। সবই ত একরকম গোছগাছ হয়েছে দা-ঠাকুর কিন্তু আমাদের
একটা শিল নোড়া চাই যে—

রাম। হাঁ, তাতো চাই। (উচ্চৈশ্বরে)—আমার শিল নোড়া কৈ?
আমি বাটনা বাটুবো কিসে?

শ্রামলালের গৃহের অংশ। নেতার সহিত নারায়ণীর প্রবেশ।

নেতার হাতে একটি লঠন

নারায়ণী। চেষ্টামেচি কল্পতে বারণ করে দে নেতা, চাল, ডাল, বাসন-
কোসন সংসারের যাবতীয় জিনিস গুছিয়ে দিয়েছি। শিল নোড়া
ছুটো না থাকায় দিতে পারিনি। শিল নোড়া কাল কিনে পাঠিয়ে
দেবো।

নেতা। (বেড়ার নিকট আসিয়া) মা বলছেন, শিল নোড়া কাল কিনে
পাঠিয়ে দেবেন।

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। ভোলা বলে দে—আমি কেনা শিল-নোড়া নেব না।—কাল দেবে?
আজ আমি বাটনা বাটুবো কিসে? ঐ ডাইনীবুড়ীর কথায় যারা আমার
আলাদা করে দিয়েছে—তাদের দেওয়া জিনিস আমি নিইনে—

শ্রামলালের গৃহের অংশ। ঝড়ের স্তায় দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। গুনলি ত নারায়ণী, গুনলি? একি পায়ে পা ভুলে ঝগড়া
করা নয়?

নারায়ণী । (কাঁদিয়া) আর শুন্তে পাচ্ছি নে মা—আর শুন্তে পাচ্ছি নে ।
ও আজ তিনদিন পরে বাড়ী এসেছে—ওর যা খুশী করুক—তোমরা
দোর বন্ধ করে দিয়ে ঘরে এস ।

নারায়ণী কাদিতে কাদিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন । দিগম্বরীও
চলিয়া গেলেন । নেত্রে লণ্ঠনটি কমাইয়া দিয়া শ্রামলালের
বারাণ্ডার শরন করিল

রামলালের গৃহের অংশ

রাম । বুঝি ভোলা, একটা বেড়াল মারতে গিয়ে এই রকম একটা
পেয়ারা ছুঁড়ে ছিলাম । (পেয়ারা দেখাইয়া) ফস্কে গিয়ে বৌদির
কপালে লাগলো—আমি তো আর ইচ্ছে করে মারিনি ?
আচ্ছা, ভোলা পেয়ারাটা তোর কপালে ঠুকে দি—দেখ, তো কি
রকম হয়—

ভোলা । সে কি ! দা-ঠাকুর নাগবে যে !

রাম । আচ্ছা থাক । আমি নিজেই দেখছি । (পেয়ারাটি ঝাঁক বার
নিজের কপালে ঠুকিতে লাগিল) দেখ ভোলা, তুই একবার বৌদির
কাছে যেতে পারিস্ ?

ভোলা । তেনারা হয়তো এতক্ষণ সব গুয়ে পড়েছে দা-ঠাকুর !

রাম । আচ্ছা, তাহ'লে না হয় কাল সকালে যাস্ । গিয়ে বৌদিকে বলবি,
দা-ঠাকুর আর এখানে থাকবে না । তাকে যদি ছুটো টাকা দাও তো
সে চলে যাবে ।

ভোলা । সে কি ! কোথায় যাবে দা-ঠাকুর ?

রাম । তারকেখরে । মামার বাড়ীতে । আমার এখান থেকেই চলে
যাওয়াই ভাল রে ভোলা, চলে যাওয়াই ভাল—

ভোলা । তুমি কি সেখানে একা চলে যেতে পারবা দা-ঠাকুর ?

রাম। পারবো, খুব পারবো। তুই কাল বৌদির কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনে দিতে পারবি তো ?

ভোলা। তা মাঠানের কাছে চাইলি হয়তো টাকা পাওয়া বাবে। কিন্তু তুমি শুধু শুধু চলে যাবা—আমি কেবল তাই ভাবছি—

রাম। না—আমার চলে যাওয়াই ভাল। খেয়ে-দেয়ে কাপড়-চোপড়টা শুছিয়ে রাখিগে—তুই সকালবেলা বৌদির কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে এনে দিবি—বুঝলি ?

ভোলা। আচ্ছা দা-ঠাকুর তুমি যাও। শোওগে—আমিও ততক্ষণ এই খানটায় একটু গা গড়িয়ে নিই।

রামলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভোলা বারানতের গামছা বিছাইয়া শয়ন করিল। ধীরে ধীরে রজনী গভীর হইতে লাগিল

শ্রামলালের গৃহের অংশ। স্বরধুনী চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া দেখিল, নেতা ঘুমাইতেছে। সে ধীরে ধীরে বেড়ার ধারে গিয়া ডাকিল—

স্বরধুনী। ভোলা—ও ভোলা—

ভোলা। (ধমমড় করিয়া উঠিয়া) কেডা গো ?

স্বরধুনী। চোঁচান্বে—চুপ কন্—আমি।

ভোলা। ও ! তাই বল ? স্নরো দিদি ?

স্বরধুনী। রাম-দা কোথায় ?

ভোলা। দা-ঠাকুর ঘুমতে গেছে।

স্বরধুনী। (কৌচড়ের ভিতর হইতে কয়েকটি আম ও লিচু বাহির করিয়া) দেখ—বাগান থেকে আম আর লিচু এসেছিল, তারই গোটাকতক এনেছি—রেখে দে, কালকে রামদাকে দিচ্।

ভোলা বেড়ার অপর পারে হাত বাড়াইয়া স্বরধুনীর নিকট হইতে আম ও লিচু লইল

ভোলা। তা তুমি দিতে এয়েছ নিচ্ছি। কিন্তু কাল আর দা-ঠাকুর
এখানে থাকবে না।

স্বরধুনী। সে কি! কোথায় যাবে?

ভোলা। বাবার খানে। তেনার মামার বাড়ীতি—

স্বরধুনী। রামদা বলে, চলে যাবে—!

ভোলা। হ্যাঁ। কত মানা কহলাম—তা বলে, আমার এখানে না
থাকাই ভাল।

ঘরের দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। নেত্যা—ও নেত্যা!

ঘুম হইতে নেত্যা ধরমড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। নেত্যা কে ডাকিতে দেখিয়া

স্বরধুনী উঠানের মাঝে ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

নেত্যা। কে মা? এত রেতে যে? তুমি কি ঘুমুওনি?

নারায়ণী। না মা। রাম যে আজ তিনদিন বাড়ীছাড়া, আমি কি ঘুমুতে
পারি রে!

কাঁদিয়া ফেলিলেন

নেত্যা। তা কি আর বুঝিনে মা? আজ তিনদিন কুটোটা পর্য্যন্ত মুখে
কাটনি!

নারায়ণী। রাম কি শুয়েছে?

নেত্যা। ছোটবাবুর তো অনেকক্ষণ সাড়া পাইনি মা।

নারায়ণী। দেখে আয়না মা, সে ঘরে আছে কিনা। আমি ততক্ষণ
এখানে একটু বসি।

নেত্যা লণ্ঠনটা বাড়াইয়া লইয়া দু'এক পা অগ্রসর হইয়াই

ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল

নেতা। কে গো! (পরে স্বরধুনীকে দেখিয়া) একি! স্বরোমাসী!

এত রেতে এখানে দাঁড়িয়ে যে!

স্বরধুনী। তোমার পায়ে পড়ি নেতা, কাউকে বলিস্নে।

নেতা। সে কি! রাত ছপুয়ে উঠোনের মাঝে একা দাঁড়িয়ে!

নারায়ণী। কার সঙ্গে কথা কইছিস্ নেতা?

নেতা। স্বরোমাসির সঙ্গে—

নারায়ণী। সে কি! স্বরো! এখানে এত রাত্রে—!

স্বরধুনী ছুটিয়া আসিয়া নারায়ণীর পায়ের কাছে বসিল

স্বরধুনী। মাকে বলোনা দিদি। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

নেতা চলিয়া গেল

নারায়ণী। আমি জানিরে মুখপুড়ী—আমি জানি। মার জন্তে শুধু
উঠোনের মাঝে বেড়া পড়েনি, আমাদের মনের মাঝেও বেড়া
দিয়েছে!

স্বরধুনী। রামদা কাল চলে যাবে দিদি—

নারায়ণী। সে কি? রাম চলে যাবে! কোথায়?

স্বরধুনী। তারকেস্বরে। তার মামার বাড়ী—

নারায়ণী। যেতা, নেতা ওখানে কি ভোলা আছে?

রামলালের গৃহের অংশ

নেতা। ই্যা মা, ভোলা ওখানে ঘুমুচ্ছে।

রামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী। ওকে ডাক্তো নেতা?

রামলালের গৃহের অংশ

নেতা । ভোলা—ও ভোলা—ভোলা কি ঘুমলি ?

ভোলা । কেডা গো !

উঠিয়া বসিল

নেতা । আমি নেতা, মা-ঠাকরুণ তোকে ডাকছে—

ভোলা । মা-ঠান ! তা এত রেতে যে ?

রামলাল ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল

রাম । কার সঙ্গে কথা কইছিচ্ রে ভোলা ?

ভোলা । নেতা ।

রাম । ভোলা বলে দে—আমার এদিকে যেন ওরা না আসে—

রামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী । বেশ, তোর ওদিকে কেউ যাবেনা ! কিন্তু তুই কোথায় যাবি ?

রামলালের গৃহের অংশ

রাম । তারকেশ্বরে—

রামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী । ভোলা ভাঙ—বেড়া ভাঙ—আমি ওদিকে যাব—

রামলালের গৃহের অংশ

রাম । তুমি আসবে বৌদি ?

রামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী । হ্যাঁ রে হ্যাঁ—নইলে তুই যে চলে যাবি—

রামলালের গৃহের অংশ

রাম । আমি জানি গো বৌদি, আমি জানি ? তুমি কি আমাকে

আলাদা করে দিতে পার ? কথখনো পার না—এ বেড়া ত তুমি দাওনি বোদি—এ বেড়া দিয়েছে আমার দাদা—এ বেড়া আমি ভাঙতে পারবো বোদি—এ বেড়া আমি ভাঙতে পারবো—

রামলাল বেড়া ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া গিয়া নারায়ণীর বুকের মাখে ঝাঁপাইয়া পড়িল নারায়ণী। ওরে তোদের সংসারে তের বছর বয়সে এসে, তোকে যে এতটুকু থেকে এত বড় করে তুলেছি, সেকি দূরে ঠেলে দেবার জন্তে রে—সেকি দূরে ঠেলে দেবার জন্তে !

* * * *

দিগম্বরী ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া চোখ কপালে তুলিয়া

দিগম্বরী। তাই ত বলি, এত গণ্ডগোল কিসের ! জামাই যে এতবড় দিব্যিটা দিলে, সেটা ভেসে গেল বুঝি ?

নারায়ণী। ভেসে যাবে কেন মা ? তাঁর কথা ত আমি অমান্ত করিনি । তিনদিন খাইনি—খেতেও দিইনি ।

দিগম্বরী। এই বুঝি অমান্ত করিস্নি ? যে দিব্যি দিয়েছে, তার হুকুমটাও বুঝি একবার নিতে হবে না ?

নারায়ণী। আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে মা ?

দিগম্বরী। আমি কচি খুকি নই নারায়ণী, হুকুম নিলি, আর আমি জানতে পারলাম না—

নারায়ণী। তুমি কি করে জানবে মা, কার কাছে কখন হুকুম নিয়েছি । মা ! যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—যাকে বুকে করে এতটুকু থেকে এতবড় করতে হয়, সেই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে !

দিগম্বরী। বেশ। তবে দেওরকে নিয়েই সংসার কন্ন। এ বাড়ীতে আর আমি থাকতে পারব না—তা আজ তোকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

নারায়ণী। আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না মা, সত্যিই তোমার আর এখানে থাকা হবে না। ও মাহুয হোক আর অমাহুয হোক—শাস্তি আমি কাউকে দিতে দেব না—ও আমার চোখে চোখে থাক। আজ তুমি থাক, কিন্তু কাল চলে যেও। তোমার খচর পত্র আমি মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব—

রাম। না না না। সেকি কথা বোদি! ওঁরা কুটুমের মেয়ে! ওঁরা চলে যাবেন কি! না না ওঁরা থাকুন—তুমি দেখো বোদি—আমি আর কথাটা কইব না—আমার স্মৃতি হয়েছে—ওঁরা থাকুন—আমরা এক সঙ্গেই থাকব—আমরা এক সঙ্গেই থাকব—

নেতা। (হাসিয়া) তা ত' থাকবেই—স্মরোমাসি তোমার মুকিরে মুকিরে খাওয়ায়—

স্মর। না দিদি, নেতার সব মিথ্যে কথা—

রাম। না না বোদি, নেতা ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে—হ্যাঁ, ও আমার খাওয়ায়—

নারায়ণী। (হাসিয়া) আমি জানি—আমি জানি। (দিগম্বরীর প্রতি) কি মা, যদি জামাই পছন্দ হয়তো বল তাহলে—

দিগম্বরী। কি যে বলিস্ নারায়ণী, তার ঠিক নেই—এমন ছেলে আর পছন্দ হবে না—আমার চিরদিনই পছন্দ—আমার যেমন স্তামলাল, তেমন রামলাল—

নারায়ণীর ইঙ্গিতে রামলাল প্রথমে দিগম্বরী ও পরে

নারায়ণীর পায়ের ধূলা লইল

গোলমাল শুনিয়া শ্রামলালও ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন

শ্রামলাল । কি আবার খাল কেটে কুমীর আনলে—?

নারায়ণী । না গো না—আমি সাগর সৈঁচে মাণিক এনেছি !

যবনিকা

১১৭১৪



প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ

কাহিনী	...	অপরাজেয় কথাসিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
প্রযোজক	...	„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক	...	„ সতু সেন
নাট্যনিয়ন্ত্রক	...	„ সন্তোষ সিংহ
সুরশিল্পী	...	„ তারা ভট্টাচার্য্য
মঞ্চশিল্পী	...	„ বৈজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	...	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
		„ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক	...	„ বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার সচিব	...	„ ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য
হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত শিল্পক	...	„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ক্লারিওনেট	...	„ তিনকড়ি দাস
চেলো	...	„ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
তবলা	...	„ পূর্ণ দাস
বেহালা	...	„ কালীপদ সরকার
পিয়ানো	...	„ সুধীর দাস
ট্রাম্পেট	...	„ অভয় দাস
করতাল	...	„ কানাই দাস
আলোক নিয়ন্ত্রক	...	„ খগেন্দ্র দে, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মন্মথ ঘোষ,
		„ শৈলেন গুপ্ত, ক্ষুদিরাম দাস
রূপ সজ্জাকর	...	„ নূপেন রায়, নিরঞ্জন ঘোষ, সুবোধ মুখোঃ,
		„ কালী দাস, সত্যেন সর্বাধিকারী
দ্রব্য নিয়ন্ত্রক	...	„ কেশব ঘোষ
মঞ্চ সজ্জাকর	...	„ কালী সোম, ভুবন দাস, ভূষণ সামন্ত,
		„ গৌরী কুন্সী, অমূল্য দাস, কানাই দাস,
		„ বাদল, গোপাল দাস

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রামলাল	...	শ্রীজহন গাঙ্গুলী
রামলাল	...	শ্রীমান্ বুদ্ধদেব মিত্র
ডাঃ নীলমণি হালদার	...	শ্রীসন্তোষ সিংহ
গোবিন্দ	..	শ্রীমান্ সনৎ মুখোপাধ্যায়
ভোলা	...	শ্রীতুলসী চক্রবর্তী
রাধহরি	...	শ্রীসন্তোষ দাস
ভূতো	...	শ্রীবিজয়কান্তিক দাস
বড় মোড়ল	...	শ্রীআণ্ড বোস
ভজহরি	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
হরিহর	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়
কালু সাঁতরা	...	শ্রীকমল দত্ত
পর্যায়ের ছেলে	...	শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
ক্যাব্‌লা	...	শ্রীলক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
স্ববল	...	শ্রীতুলসী পাল
জর্নৈক রোগী	...	শ্রীসত্যেন সর্বাধিকারী
বৈরাগী ও কৃষক	...	শ্রীবিধনাথ সোম

স্ত্রী

নারায়ণী	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
দিগম্বরী	...	শ্রীমতী বেলায়ালী
স্বরধুনী	...	শ্রীমতী রমা ব্যানার্জী
নেতাকালী	...	শ্রীমতী রাধারানী

